ধম্মপদ

"ধম্মপদ" নামক পালি গ্রন্থের
বঙ্গানুবাদ

সতীশচন্দ্র মিত্র

ধম্মপদ

ধম্মপদ ।

"ধম্মপদ" নামক পালি গ্রন্থের

বঙ্গানুবাদ ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি,এ. প্রণীত ।
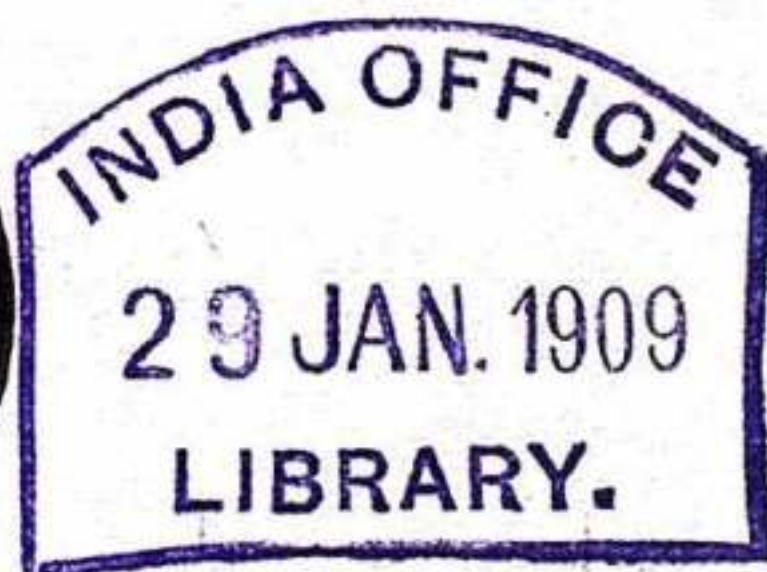
THE STUDENT'S LIBRARY,

67, COLLEGE STREET.

Printed by Kunja Bihari De at the
Keshab Printing Works,
7, Santiram Ghose's Street, Calcutta.

1905.

মূল্য ।৶০ ছয় আনা ।

মুখবন্ধ।

দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক মদীয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অনুবাদিত ধম্মপদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের উদ্যমে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য দিন দিন পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে সতীশবাবু তাঁহাদের অন্য তম। মূল ধম্মপদ গ্রন্থ পালি পদ্যে লিখিত। এই গ্রন্থ সতীশ বাবু বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। অনুবাদ বিশুদ্ধ ও সরল হইয়াছে এবং ছন্দেরও বিলক্ষণ মাধুর্য্য আছে। প্রকৃত অর্থের পাছে ব্যতিক্রম ঘটে এই ভয়ে গ্রন্থ-কার স্থানে স্থানে দুই একটী পরিভাষিক শব্দ অবি-কৃতভাবে রাখিয়া দিয়াছেন। ধম্মপদ উচ্চ দার্শনিক

ভাবে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ সহজ পদ্যে অনুবাদিত করিয়া সতীশবাবু স্বীয় কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। আশা করি তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থ বিদ্বৎ-সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিবে।

ইতিপূর্ব্বে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ মূল পালি ধম্মপদের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। সংপ্রতি তিনি ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহাশয়ের উদ্যোগে ও সিংহল দেশীয় মহাস্থবির শীলস্কন্ধের সহকারিতায় আমরা বুদ্ধঘোষের টীকা সহ মূল পালি ধম্মপদের একটী সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেক্‌স্‌ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছিলাম। আমরা যখন ধম্মপদ গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করি তখন ভারতবর্ষে ইহার কোন সংস্করণই বিদ্য-

মান ছিল না। বড়ই সুখের বিষয় গত আট বৎসরের মধ্যে ইহার অনেক সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে। চারু-বাবু ও সতীশবাবুর গ্রন্থ ব্যতীত কপিলাশ্রম হইতে ধম্মপদের একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মূলগ্রন্থের আক্ষরিক সংস্কৃতানুবাদ ও বাঙ্গালা অনুবাদ লিপিবদ্ধ আছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ পত্রিকায় ধম্মপদের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। পাঁচ অধ্যায় ইতি পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছে। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ও বাঙ্গালা পদ্যে ধম্মপদ অনুবাদ করিবেন—এরূপ আশা দিয়াছেন।

সংপ্রতি বঙ্গদেশে বৌদ্ধসাহিত্য কিরূপ দ্রুতবেগে প্রচারিত হইতেছে ধম্মপদের সংস্করণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধম্মপদ অমূল্য গ্রন্থ। ইহার বিশ্বজনীন উপদেশ সমূহ কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে। ইহা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই পাঠ্য। আজিও বৌদ্ধদেশ

মাত্রেই শ্রমণগণ এই গ্রন্থের আবৃত্তি ব্যতীত উপসম্পদা (ordination) গ্রহণ করিতে পারেন না।

ভারতে প্রধানতঃ দুইটী ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, যথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম। প্রথমটী ভারতের লোকের ধর্ম্ম, দ্বিতীয়টী পৃথিবীর লোকের ধর্ম্ম। বুদ্ধদেব যে সকল মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া সমস্ত জগৎ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার কতিপয় উপদেশ ধম্মপদে লিপিবদ্ধ আছে। অশোকের অনুশাসনের স্থানে স্থানে ধম্মপদের বচন দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে প্রথম ধম্মপদ গ্রন্থ অশোকের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে আষাঢ় মাসে প্রথম বোধিসঙ্গম কালে রাজগৃহ নগরে ভিক্ষু মণ্ডলী সমবেত হইয়া বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বচনসমূহ সঙ্কলন পূর্ব্বক ধম্মপদ গ্রন্থ বিরচন করেন। বুদ্ধঘোষ স্বরচিত অৎথকথা নামক টীকায় লিখিয়াছেন মূল

ধম্মপদে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ অধ্যায় ও ৪২৩ শ্লোক বিদ্যমান ছিল। খৃঃ পূঃ ৪৪ অব্দে রাজা কনিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ বোধিসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ধর্ম্ম-ত্রাত নামক কোন পণ্ডিত পালি ধম্মপদের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় এক-খানি অভিনব ধম্মপদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সংস্কৃত ধম্মপদ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই; কিন্তু ইহার আক্ষরিক অনুবাদ চীন ও তিব্ব-তীয় ভাষায় দৃষ্ট হয়। চীন ভাষায় চারিখানি ধম্মপদ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ২৪৪ খৃঃ অব্দে বিঘ্ন ও লূহযেন নামক পণ্ডিতদ্বয় চীন ভাষায় ধম্মপদের প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯টী অধ্যায় ও ৭৫২টী শ্লোক বিদ্যমান আছে। ২০৯ হইতে ৩০৬ খৃঃ অব্দে কা-চু ও কা-লি নামক দুইজন শ্রমণ ধম্মপদের দ্বিতীয় অনুবাদ প্রকা-শিত করেন; ইহাতেও ৩৯টী অধ্যায় ও ৭৫২টী শ্লোক

বিদ্যমান আছে। এই দুই অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলে অনুমান হয় ধম্মত্রাত সঙ্কলিত সংস্কৃত ধম্মপদে ৩৯টী অধ্যায় ও ৭৫২ শ্লোক বিদ্যমান ছিল। ৩৯৮-৩৯৯ খৃঃ অব্দে ধম্মপদের তৃতীয় অনুবাদ এবং ৯৮০-১০০১ খৃঃ অব্দে উহার চতুর্থ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই দুই অনুবাদ গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩টী অধ্যায় বিদ্যমান আছে। অপর ৬ অধ্যায় কিরূপে নষ্ট হইল জানা যায় না। রেভারেণ্ড বীল মহোদয় চীন ভাষা হইতে ধম্মপদ গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদিত করিয়া অনেক ঐতিহাসিক রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ধম্মপদ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ পণ্ডিত সীফনার তিব্বতীয় ধম্মপদের জার্ম্মান্ অনুবাদ প্রকাশিত করেন। গত বৎসর তিব্বত যুদ্ধের সময়ে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন গ্যাংচী বিহার হইতে মূল তিব্বতীয় ধম্মপদ কলিকাতায় আনীত

হয়। আমি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া কলিকাতা মিউজিয়মে বসিয়া তিব্বতীয় ধম্মপদের প্রত্যেক শ্লোকের তুলনা করি। এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইল। সংপ্রতি এই তিব্বতীয় ধম্মপদ গ্রন্থ লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে প্রেরিত হইয়াছে। আশা করি ঐ গ্রন্থের আক্ষরিক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বহু উপকার হইবে।

ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান্ প্রভৃতি ভাষায় পালি ধম্মপদের যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মোক্ষমূলর স্বানুবাদিত ধম্মপদের ভূমিকায় এই সকল গ্রন্থের পরিচয় কিয়ৎ পরিমাণে প্রদান করিয়াছেন। শুনিতে পাইতেছি সংপ্রতি ব্রহ্মদেশে জেমস্ গ্রে নামক পণ্ডিত ধম্মপদের একটী উৎকৃষ্ট ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন; এই

অনুবাদে নাকি তিনি মূলের ভাব যথাযথ ভাবে রক্ষিত করিয়াছেন।

কথিত আছে মহারাজ অশোকের পুত্র যুবরাজ মহেন্দ্র খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পালি ধম্মপদ গ্রন্থ সিংহল দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ স্থান হইতে ক্রমে ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে উক্ত গ্রন্থের প্রচার হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় ধম্মপদের টীকা বিরচন করেন। তিনি প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক একটী উপাখ্যান উল্লিখিত করিয়াছেন। কথিত আছে স্বয়ং বুদ্ধদেব ঐ সকল উপাখ্যান তাঁহার শিষ্যগণের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষের জন্মভূমি মগধদেশ; তিনি ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অনুমান ৪৩২ খৃঃ অব্দে সিংহল দ্বীপে গমন করেন। মহাবংশ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বুদ্ধঘোষ ধম্মপদের যে টীকা বিরচন

করিয়াছিলেন উহার নাম অৎথকথা এবং উহা সিং-হলী ভাষায় ধম্মপদের যে টীকা বিদ্যমান ছিল তাহার পালি অনুবাদ মাত্র। বুদ্ধঘোষুপ্পত্তি নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় বুদ্ধঘোষ ব্রহ্ম দেশের অন্তর্গত সুবর্ণ ভূমিতে (Thaton) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক কথা। ব্রহ্মবাসিগণ স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যই ঐ সকল প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধঘোষ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই অধ্যবসায়ে ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে পালি গ্রন্থসমূহের বহুল প্রচার ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল অমূল্য পালি গ্রন্থ অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে উহার অধিকাংশেরই রচয়িতা বা সংগ্রহকর্ত্তা বুদ্ধঘোষ।

ধম্মপদ গ্রন্থের প্রাচীনতা, প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধি সম্বন্ধে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। অদ্যাপি সহস্র সহস্র মানব এই গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণের

যে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিপিটক বিদ্যমান আছে, ধম্মপদ গ্রন্থ তাহারই অন্তর্গত। সূত্র পিটকের মধ্যে ইহা এক খানি পবিত্রতম গ্রন্থ। মহাভারত, মনুসংহিতা পঞ্চ-তন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি অনেক হিন্দু গ্রন্থের শ্লোকের সহ ধম্মপদ গ্রন্থের শ্লোকের সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। অন্য দিকে খৃষ্টান দিগের পূজ্য বাইবেল গ্রন্থে ও ধম্মপদের অনেক উপদেশ দৃষ্ট হয়। এই সকল সৌসাদৃশ্যের কারণ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সহজ নহে। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন ধম্মপদের উপদেশ সকলই মৌলিক ও প্রাচীন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলিকাতা।
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভূমিকা।

ধম্মপদ বা ধর্ম্মপদ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম শাস্ত্রের নীতি সংগ্রহ গ্রন্থ। খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। উহার অব্যবহিত পরে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বত গুহায় বৌদ্ধদিগের একটি মহাসভা হয়। ঐ সভার অধিনায়ক কাশ্যপের আদেশে বৌদ্ধদিগের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্ম তত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক নীতিমালা একত্র সংগৃহীত ও সুপ্রণালীতে সংরক্ষিত হয়। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহার নাম দেওয়া হয়—ত্রিপিটক। এই তিন শ্রেণী বা পিটকত্রয়ের নাম—সূত্র (সুত্ত), বিনয় ও অভিধর্ম্ম (অভিধম্ম)। আনন্দ কর্ত্তৃক সূত্রপিটকের, উপালি কর্ত্তৃক বিনয় পিটকের এবং স্বয়ং কাশ্যপকর্ত্তৃক অভিধর্ম্ম পিটকের

সম্পাদন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। বহুবিধ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পরে খৃ; পূ: ২৫০ অব্দে পাটলিপুত্রের মহাসভায় ত্রিপিটকের শেষ সংস্করণ লিপিবদ্ধ হয়। * সূত্রপিটকে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ধর্ম্মতত্ত্বালোচনের বিষয়, বিনয়পিটকে সংযম (Discipline) ও অভিধর্ম্মে আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী (Metaphysics) আলোচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে সূত্রপিটকে ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বুদ্ধোক্তিসমূহ নিবদ্ধ হয়। এইজন্য সূত্রপিটকের অন্য নাম বুদ্ধবচন ও "মূলগ্রন্থ"। এই উক্তি সমূহ হইতে সারনীতি সংগ্রহ করিয়া যে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ

---

* J. B. Saint-Hilaire, the Buddha and his Religion, p. 96. and Ency. Britannica vol. IV. p. 432.

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর উরুবিল্ব নিবাসী মহাপণ্ডিত কাশ্যপই জ্ঞানগাম্ভীর্য্যে ও ধর্ম্মসাধনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হন। আনন্দ বুদ্ধদেবের নিত্য সহচরও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। উপালি নীচ কুলোদ্ভব হইলেও ধর্ম্মজনিত উন্নতি লাভ করিয়া বিনয় বিভাগের প্রধান উপদেষ্টা বলিয়া আদৃত হন।

সম্পাদিত হয়, তাহারই নাম ধম্মপদ। বুদ্ধদেব কখন কোথায়, কোন্ অবস্থায় কাহার সহিত কথোপকথনচ্ছলে কোন্ কথা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সূত্র পিটকে সংরক্ষিত হইয়াছে। ধম্মপদ গ্রন্থ ঐ সকল বাক্য হইতে নীতিমালা সংগ্রহ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্রের ন্যায় ইহাও পালিভাষায় লিখিত। ধম্মপদ শব্দের সাধারণ অর্থ ধর্ম্মের পথ বা সোপান।

বৌদ্ধ জগতে ধম্মপদ মহাগ্রন্থ বলিয়া পূজিত। হিন্দুদের যেমন গীতা, মুসলমানের যেমন কোরাণ, খৃষ্টানের যেমন বাইবেল, বৌদ্ধের সেইরূপ ধম্মপদ। ভারতবর্ষের নানাস্থানে যেরূপ গীতা, চণ্ডী বা চৈতন্য চরিতের পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, বৌদ্ধমঠে ধম্মপদেরও সেইরূপ পূজা হয়। ইহার সার্ব্বজনীন নীতিমালা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে।

সূত্রপিটক হইতে কাহার দ্বারা প্রথম "ধম্মপদ" রূপ সার সংগ্রহ হয়, তাহা জানা যায় নাই। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ বলেন প্রথম মহাসমিতির পর কাশ্যপের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল তাল পত্রে * লিখিত হয়। সেই সময় হইতে উহা লোক পরম্পরায় অধীত ও কণ্ঠস্থ হইয়া আসিতেছিল। অশোকের বহু পূর্ব্বে ধম্মপদ ছিল। কথিত আছে, ন্যগ্রোধ নামক পণ্ডিতের মুখে ধম্মপদের ব্যাখ্যা শুনিয়া অশোকের মতি পরিবর্ত্তিত হয়। মহাবংশে আছে যে অশোক পুত্র মহিন্দ (মহেন্দ্র) সিংহলে গিয়া তিন বৎসর বসিয়া ত্রিপিটক এক গুরুর নিকট হইতে মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরে তৎকর্ত্তৃক বুদ্ধঘোষ প্রণীত "অত্থকথা" (অর্থকথা) নামক ব্যাখ্যা সিংহল দেশে নীত ও মুখে মুখে প্রচারিত হয়। কাল-

* ধম্মপদ প্রথমে ১৫ খানি পত্রে লিখিত হয়। Turner, "Mahavansha" p. lxxv.

ক্রমে দেশ দেশান্তরে যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইতে-ছিল, ধম্মপদ গ্রন্থও সেইরূপে নানা দেশে নানা ভাষায় অনুবাদিত হইতে লাগিল।

চীনদেশীয় পুস্তকের উপক্রমণিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্য্য ধর্ম্মত্রাত নামক একজন ভারত-বর্ষীয় বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্ম্মপদের সংগ্রাহক। বুদ্ধদেব, ঘোষক, ধর্ম্মত্রাত ও বসুমিত্র এই চারিজন মনীষী বৈভাষিকদিগের মধ্যে প্রধান আচার্য্য বলিয়া সন্মানিত হইয়াছেন। * ধর্ম্মত্রাত উপরোক্ত বসুমিত্রের পিতৃব্য। বসুমিত্র কনিষ্কের রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধ সমিতিতে সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। ইহা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে আর্য্য ধর্ম্মত্রাত খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে প্রাদু-র্ভূত হন। তিনি প্রচলিত ধম্মপদ গ্রন্থ অনেক পরি-মাণে পরিবর্দ্ধিত করেন। ধর্ম্মপদের সেই নূতন

---

* Rev. S. Beal's Translation of Chinese Dhammahada p. 13,

সংস্করণ বসুমিত্রের মহাসমিতিতে ত্রিপিটকের সারাংশ বিশেষ বলিয়া গৃহীত ও স্থিরীকৃত হয়।* পরে সেই ধম্মপদ চীন প্রভৃতি দেশে দূরবর্ত্তী প্রদেশে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-দিগের দ্বারা নীত হয় এবং তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে তত্তদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

মহাপণ্ডিত বুদ্ধঘোষ প্রথম ধম্মপদের সুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন। বুদ্ধঘোষের পূর্ব্বে এদেশে ধম্মপদের বহু সংস্করণ প্রচলিত ছিল। বুদ্ধঘোষ বহুসংখ্যক পুথি দেখিয়া, তাঁহার টীকা পুস্তক সম্পাদিত করেন। তিনি অনেক স্থলে বিভিন্ন পাঠ বা মতের উল্লেখ করিয়াছেন। বুদ্ধঘোষ ধম্মপদের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যায় এক একটি উপাখ্যান সংযোজিত করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে এই সকল উপাখ্যান সংগৃহীত হইয়াছিল। † পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ

---

* Scheifner's German Translation p. 68.

† Parables of Buddhaghosha, translated from the Burmese by Captain Rogers.

বিবেচনা করেন যে ধম্মপদ গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় গুলির সহিত উপাখ্যান বর্ণিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমূহের কোন সম্বন্ধ নাই ; বরং ধর্ম্মনীতি সকল পরিস্ফুটরূপে সাধারণকে বুঝাইবার জন্যই উপাখ্যান সকল রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। উপাখ্যান দ্বারা শিক্ষার পথ সহজ করিবার প্রণালী অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। উপাখ্যান সাহায্যেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মনীতিগুলি প্রাচীন-এশিয়া খণ্ডের নানা প্রদেশে প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বৌদ্ধগণ বলেন যে, ধম্মপদের উক্তিগুলি বুদ্ধদেবের স্বমুখনিঃসৃত। হিন্দুগণ যেরূপ শ্রীভগবদ্গীতার প্রত্যেক পংক্তিকে ভগবদ্বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, ধম্মপদের শ্লোক গুলি সম্বন্ধে ও বৌদ্ধদিগের সেইরূপ ধারণা আছে। ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিবার ও কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব ছন্দোবন্ধে কবিতাকারে অবিকল

গীতা বা ধম্মপদের শ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন—একথা সত্য না হইতে পারে। কিন্তু গীতোক্ত বা ধম্মপদোক্ত উক্তি সমূহ যে শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেবের সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং তাঁহাদেরই ধর্ম্মমতের সারাংশ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অতি প্রাচীনকালে ধম্মপদ বহু বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সকল স্থানের পুস্তকেই বহুবিধ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি

---

* আচার্য্য মোক্ষমূলর ও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

I can not see any reason why we should not treat the Verses of the Dhammapada, if not as the utterances, at least as what were believed by the members of the council under Asoka in 243 B. C. to have been the utterances of the founder of Buddhism.

Dhammapada, Sacred Books of the East, Vol x.

দেখা যায়। ভারতবর্ষীয় পালি ভাষার ধম্মপদে ২৬টি অধ্যায়ে ৪২৩টিমাত্র শ্লোক আছে। [বর্ত্তমান পুস্তকে এই ৪২৩টি শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে]। চীন দেশীয় ধম্মপদের উপক্রমণিকায় উল্লেখ আছে যে. ধম্মপদের শ্লোকসংখ্যা ৫০০। এখানে মোটামুটি হিসাব ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ চারিশতের অধিক ও পাঁচশতের অনধিক সংখ্যাকে পাঁচশত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু চীন দেশীয় ধম্মপদের কোন খানির শ্লোক সংখ্যা এক্ষণে সাতশতের অধিক হইয়াছে। সীফনার (Scheifner) সাহেব তিব্বৎ দেশীয় ধম্মপদে সহস্র-শ্লোক দেখিয়াছেন। এই সকল অতিরিক্ত শ্লোক বহুশতাব্দীপরে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সংগৃহীত বা বিরচিত হইয়াছে।

মহামান্য সামুয়েল বীল সাহেব চীনদেশে প্রধানতঃ চারি প্রকারের ধম্মপদ দেখিয়াছেন। উহার (১) প্রথম খানির নাম ফা—খিউ—কিং বা ধর্ম্মগাথাসূত্র। ইহা

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পালি হইতে অনুবাদিত হয়। ইহার অধ্যায় সংখ্যা ৩৯, শ্লোক সংখ্যা ৭৬০। পালি-ভাষার মূলগ্রন্থ হইতে ইহাতে ১-৮, ৩৩ এবং ৩৬-৩৯ এই তেরটি সর্গ নূতন সংযোজিত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত যে সকল শ্লোক পালি ও চীন উভয় ভাষার পুস্তকে আছে, তাহার মধ্যেও শ্লোক সংখ্যা ৭৯টি বৃদ্ধি হইয়াছে। (২) দ্বিতীয় খানির নাম ফা—খিউ—পিঁউ বা ধম্মপদের উপাখ্যানমালা। ইহা সিন্‌বংশীয় দুইজন শ্রমণদ্বারা চতুর্থ শতাব্দীতে ভাষান্তরিত হয়। ইহাতে শ্লোক সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। বীল সাহেব ইহারই ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। (৩) তৃতীয় খানির নাম চু—যউ—কিং বা অবদান সূত্র। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় দৃষ্ট হয় যে কাবুল (উদয়ন) দেশীয় জনৈক পণ্ডিত ভারতবর্ষ হইতে একখানি ধম্ম-পদ লইয়া চীনদেশে যান এবং তথায় জনৈক চৈনিক পণ্ডিতের সাহায্যে উহার অনুবাদ প্রচার করেন।

ইহার অধ্যায় সংখ্যা—৩৩। ইহাতে উপাখ্যানের ভাগ অত্যন্ত অধিক। (৪) চতুর্থ খানির ও গ্রন্থকার ধর্ম্ম-ত্রাত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার সহিত অন্য পুস্তক গুলির সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নাই।

ধম্মপদ নীতিগ্রন্থ। নানাজনে ধম্মপদশব্দের নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে ও ধম্ম বা ধর্ম্মশব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে ধর্ম্মের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। পুস্তকের নামের অর্থ ধর্ম্মপথ, ধর্ম্মগাথা, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি যিনি যাহাই করুন না কেন প্রকৃত উদ্দেশ্য সহজেই অনুমিত হয়। ইহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিস্তবক বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের মূল নীতিগুলি প্রায় সকল ধর্ম্মেই সমতুল্য। সুতরাং যে উদার নীতিমালার সমাবেশে—ধম্মপদের কলেবর পুষ্ট হইয়াছে, তাহা একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মেরই সম্পত্তি নহে। ইহার সার্ব্বজনীন আদর্শনীতি মালা সর্ব্বদেশেই সমাবৃত হইবার যোগ্য এবং এতদ্দারা সর্ব্ব-

জনেরই ধর্ম্মের ও চরিত্রের পথ সুগম হয়। এই জন্যই ধম্মপদ গ্রন্থ পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষায় অনুবাদিত হওয়া উচিত। অনুসন্ধিৎসায় ইয়ুরোপীয়গণ জগৎকে পরাজিত করিয়াছেন ; পিতৃভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতির জন্য তাহাদের উন্নত হৃদয় সতত ব্যাকুল। বহুপূর্ব্বে বহুভাষাভিজ্ঞ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের চক্ষু ধর্ম্মপদের উপর নিপতিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তদ্দেশীয় নানাভাষায় ধম্মপদের অনুবাদ ও সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ইয়ুরোপে ও ভারতবর্ষে ধর্ম্মপদ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) ডেনমার্কেবাসী ডাক্তার ফজবোল্ (Fausboll) মূলপালি, লাটিন অনুবাদ ও প্রচুর টীকাটিপ্পনী সহ এক সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৫৫)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই এ বিষয়ে প্রথম।

(২) বার্ণুফ (Burnouf) গর্গালি (Gogerly), উফাম (Upham) বেবর (Weber) এবং অন্যান্য নানাদেশীয় পণ্ডিত গণের অনুবাদ।

(৩) মোক্ষমূলবের প্রথম অনুরাদ (১৮৭০)

(৪) ধম্মপদ সম্বন্ধে চাইল্ডার্স (Childers) সাহেবের বিস্তৃত মন্তব্য। উহা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশিত হয়।

(৫) ১৮৭৫ অব্দে প্রকাশিত চাইল্ডার্স্ সাহেব কৃত পালি অভিধানে ধম্মপদের অনেক স্থলের ব্যাখ্যাদির সুমীমাংসা হইয়াছে।

(৬) আচার্য্য মোক্ষমূলরের ধম্মপদের সমালোচনা করিতে গিয়া জেমস্ ডি আল উইস্ (James D'Alwis) সাহেবের মন্তব্য।

(৭) ফার্ণাণ্ড হিউ (Fernand Hu) কৃত ধম্মপদের ফরাসী অনুবাদ।

(৮) স্যামুয়েল বীল কৃত চীনদেশীয় ধম্মপদের অনুবাদ (১৮৭৮)

(৯) সীফ্‌নার কৃত জার্ম্মাণ অনুবাদ।*

(১০) কলিকাতা Buddhist Text Society হইতে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত মূল পালি ও বুদ্ধ ঘোষের টীকার সারাংশ সম্বলিত সংস্করণ।

(১১) মূল পালি, সংস্কৃত অন্বয় ও ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ সম্বলিত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু কৃত সংস্করণ।

ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্মস্থান এবং শৈশব ও কৈশোর লীলার পবিত্র ক্ষেত্র। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ভারত-বর্ষ এক সময়ে নববলে বলী হইয়া জরাগ্রস্ত বৌদ্ধধর্ম্মকে দূরদেশে বিদূরিত করিয়াছিল। আজ্ ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সজীবতা নাই। নদী প্রথমে শৈলপাদদেশ

---

* এই সকল মহাত্মগণ ব্যতীত রিস্ ডেভিড্‌স্, স্পেন্স হার্ডি প্রভৃতি পণ্ডিতগণও ধম্মপদ সম্বন্ধে বহুমন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বলে দেশ দেশান্তর ভাসাইয়া সাগরের পানে ছুটে ; তখন সে ভাবে আর তাহাকে শৈলপাদমূলে আসিতে হইবে না ! কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না ; আবার তাহাকে আসিতে হয় ; বরং যখন আসিতে হয়, তখন পূর্ণ জোয়ারের প্রবল বন্যায় শৈলপাদমূল অভিষিঞ্চন করিবার জন্য আসিতে হয়। ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম গিয়াছিল ; কত দেশ ভাসাইয়া গিয়াছিল, কোথায় ও সে প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। সে নীতি-মালা এবং উদার ধর্ম্মতত্ত্ব বহুবৈদেশিক ধর্ম্মের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং বহুভাষী মনীষি-গণের প্রশংসাপত্র ও পুষ্পমাল্য লইয়া আজ পুনরায় আমাদের দ্বারে উপনীত হইতেছে। আশার সঞ্চার হয় না কি ?

বৌদ্ধত্রিপিটক ভারতবর্ষেই সংগৃহীত হয় ; কিন্তু তাহা প্রথম শ্যামদেশে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

ধম্মপদ গ্রন্থ ভারতের সহস্র বিহারে শ্রমণদিগের দ্বারা কণ্ঠস্থ ও অধীত হইত ; কিন্তু কলিকাতায় বৌদ্ধ গ্রন্থ সমিতি হইতে উহার সংস্করণের সময়ে সিংহল হইতে পুস্তক আনীত হইয়াছিল (১৮৯৮)। একদিন যে ভারতবর্ষ বহুদেশের সহস্র সহস্র ছাত্র আনিয়া নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম ও নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিল, আজ সে ভারতবর্ষ নিজের সম্পত্তির তালিকা পরের মুখে শুনিতেছে। এ সকল নৈরাশ্যের কথার মধ্যেও একটু আশার সংবাদ আছে।

বৌদ্ধসমিতির পুস্তক দেবনাগর অক্ষরে এবং পালি ভাষায় প্রকাশিত বলিয়া দুই এক জন পালি পণ্ডিত ব্যতীত অন্যের নিকট সমাদর পায় নাই। অবশেষে গতবৎসর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদ সহ ধম্মপদের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাহার স্বদেশীয় ব্যক্তিবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তাঁহার পুস্তকদ্বারা দেশের এক মহোপকার সাধন করিয়াছে।

চারুবাবুকে ধন্যবাদ দিবার সময়ে আর একজন মহাত্মাকে ধন্যবাদ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। পালি ভাষার অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ এম, এ মহোদয়ই প্রথম ধম্মপদ প্রকাশের কল্পনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। তিনি এই সময়ে তিব্ব-তীয় ভাষার অভিধান প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন। এমন সময়ে যখন চারুবাবুর ধম্মপদ প্রকাশের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত হয়, তখন তিনি স্বয়ং ধম্মপদ প্রকা-শের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব প্রকারে চারুবাবুর সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন। সেরূপ সাহায্য না পাইলে ধম্ম-পদ গ্রন্থ লোকলোচনের পথবর্ত্তী হইত কিনা জানি না।

কিন্তু চারুবাবুর ধম্মপদ ও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের জন্য নহে। কারণ তাহাতে পালি ও সংস্কৃত উত্তম ভাষায় অন্বয় ও ব্যাখ্যাদি আছে এবং সংস্কৃত-

মূলক বঙ্গানুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশে এখন ও পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের সংখ্যা অঙ্গুলিগণ্য এবং সংস্কৃতমূলক বর্ণনাদি পাঠ করিবার প্রবৃত্তি ও সাধারণ পাঠকের নাই। বিশেষতঃ গ্রন্থখানির আকার বড় এবং মূল্য সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে কিছু অধিক। এই সকল কারণে বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশে মনস্থ করি। আমার সোদর-প্রতিম পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল এম, এ মহোদয় সর্ব্বপ্রথম এ বিষয় আমাকে উৎসাহিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ-বাক্য সর্ব্বদা আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর করিয়া আমাকে তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

নীতিমালা কবিতাকারে গ্রথিত না হইলে উহা কণ্ঠস্থ করিবার সুবিধা হয় না। এই জন্য আমি পদ্যানুবাদ করিয়াছি। বর্ত্তমান পুস্তকে পালি বা সংস্কৃত কিছুই নাই; ইহাতে মূল শ্লোকগুলি সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা কবিতায় ভাষান্তরিত করিতে চেষ্টা

করিয়াছি। মূলগ্রন্থের ভাবগুলি অবিকল রক্ষা করিয়া সরল পদ্যানুবাদ করিতে যত্ন বা পরিশ্রম কিছুরই ত্রুটি করি নাই। ধম্মপদের উদার নীতি-মালা বঙ্গ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার জ্ঞানগোচর হওয়া উচিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পুস্তকে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বর্ত্তমান পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র ও মূল্য যথাসম্ভব কম। এই সুলভ ও ক্ষুদ্র-কায় পুস্তকখানি সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের সূত্রপিটকের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবাসীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইল; আশা হয়, বুদ্ধদেবের পবিত্রনামে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমায় ইহা কোথায় ও প্রত্যাখ্যাত হইবে না। আশা হয়, যাঁহারা আমাদের আশা ভরসাস্থল সেই বঙ্গদেশীয় ছাত্রবৃন্দ কখনও এই পুস্তকান্তর্গত উচ্চভাবসমূহের মর্য্যাদারক্ষা করিতে ভুলিবেন না। প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যসাধন করিতে আমি

কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুবিজ্ঞ ও সহৃদয় পাঠক স্বয়ং বিবেচনা করিবেন।

অবশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে স্বনাম ধন্য, পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া, স্বকীয় মন্তব্যদ্বারা পুস্তকখানিকে অলঙ্কৃত করিয়া এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বদা আমাকে উপদেশ বাক্যে উৎসাহিত করিয়া স্বীয় উন্নত হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সে ঋণ চিরদিন অপরিশোধ্য রহিবে ; কারণ, তাঁহার ঋণ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে আমার সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইতি।

দৌলতপুর
হিন্দু একাডেমী
২৫ শ্রাবণ, ১৩১২

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

সূচী পত্র।

ধম্মপদ

প্রথম সর্গ—যমক বর্গ।

ধর্ম্মের পূর্ব্বগামী মন আমাদের, *
প্রধান পদার্থ মন ধর্ম্ম-সমূহের ;
মন হ'তে ধর্ম্ম হয়, জানিবে সকলে।
দুষ্টমনে যদি কেহ এই ধরা তলে
কোন কার্য্য করে কিম্বা কোন কথা বলে,
নিরন্তর দুঃখ তা'র পিছে পিছে চলে ;—

---

* এস্থলে অবিকল মূলানুগত অনুবাদই প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমান শ্লোকের ধর্ম্মশব্দের অর্থ লইয়া পণ্ডিতবর্গের মধ্যে নানা মতভেদ হইয়াছে। কেহ ধর্ম্ম শব্দে 'পদার্থ' বুঝিয়াছেন ; ধম্মপদের অন্য কয়েক স্থলেও ধর্ম্মশব্দ সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মকে পদার্থ ধরিলে এস্থলে অর্থ হয় যে—পদার্থ সকলের মধ্যে মনই প্রধান পদার্থ, মনই অন্যান্য পদার্থের মূল। মোক্ষমূলর বলেন, আমরা যাহা কিছু হই—সে সকল আমাদের চিন্তারই ফল অর্থাৎ

শকটের চক্র যথা যায় গড়াইয়া
ভারবাহী বলদের পদাঙ্ক ধরিয়া ॥ ১ ॥
ধর্ম্মের পূরবগামী মন আমাদের,
প্রধান পদার্থ মন ধর্ম্ম-সমূহের ;
মন হ'তে ধর্ম্ম হয়, জানিবে সকলে।
নির্ম্মল অন্তরে কেহ যদি এ ভূতলে
কোন কার্য্য করে কিম্বা কোন কথা বলে,
ছায়া প্রায় সুখ তা'র পিছে পিছে চলে ॥ ২ ॥

আমরা যেমন চিন্তা করি, আমাদের অবস্থাও তদনুরূপ হয়। পালি অভিধান প্রণেতা চাইলডার্স সাহেব এই অনুবাদকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন। বীল সাহেবের মতে মনই সকল পদার্থের মূল। See Max Müller's Dhammapadam, Sacred Books of the East, Vol X, p 3; Childers' Pali Dictionary p, 120, Beal's Chinese Dhammapadam p-63. ধর্ম্ম শব্দের অন্যান্য অর্থ লইয়া যে বিচার হইয়াছে, এস্থলে তাহার অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। বর্ত্তমান স্থলে ধর্ম্ম শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলেও অর্থের বিশেষ রূপান্তর হইবে না।

তিরস্কার করে লোকে, করয়ে প্রহার,
পরাজয় করে কিম্বা হরে দ্রব্য-ভার,—
সতত ব্যাকুল যা'রা এই ভাবনায়
বৈরভাব তাহাদের শান্ত নাহি হয় ॥ ৩ ॥
তিরস্কার করে লোকে, করে বা প্রহার,
পরাস্ত করয়ে কিম্বা হরে দ্রব্য-ভার,—
ব্যস্ত যা'রা নহে কভু এই ভাবনায়
বৈরভাব তাহাদের দূরীভূত হয় ॥ ৪ ॥
যদি কেহ করে ভবে শত্রুতা সাধন
শত্রুতায় নাহি হয় তাহার দমন ;
মিত্রতাই শত্রুতার দমন-উপায়,
সনাতন ধর্ম্ম এই জানিবে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥
'চিরদিন ধরাধামে রহিব না মোরা'—
এই তত্ত্ব নাহি জানে জ্ঞানহারা যা'রা ;
যাঁহারা জানেন ইহা, তাঁহাদের আর
থাকেনা কলহ মাত্র কোনও প্রকার ॥ ৬ ॥

দেহের সৌন্দর্য্য-মাত্র যে মানব চায়,
সুখের সন্ধানে যা'র দিবা-নিশি যায়,
ইন্দ্রিয় সকল নহে সংযত যাহার;
পরিমিত নহে যা'র আহার বিহার,
যে দুর্ব্বল মানবের আলস্য সহায়
এ সংসারে পরাজয় তাহার নিশ্চয়।
বায়ু যথা ক্ষীণ বৃক্ষ করে উৎপাটন,
তেমতি মোহের * হাতে তাহার পতন ॥ ৭ ॥

---

* মূলগ্রন্থে 'মার' শব্দ আছে; মার শব্দ সাধারণতঃ কাম বা কন্দর্প অর্থে ব্যবহৃত হয়। কামদেব যে সকল অনুচরগণ সমভিব্যাহারে বিশ্বজনকে বিমোহিত করেন, তাহাদিগকে মারগণ কহে; এই মারগণের উৎপত্তির কথা পুরাণে দৃষ্ট হয়, মারের দল-বলের কথা ত্রয়োদশ সর্গের ৯ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। মার-শব্দ বৌদ্ধমতানুসারে "প্রলোভনকারী" বা "কুপ্রবৃত্তি" অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে Satan বা Devil বলে, বৌদ্ধ গ্রন্থে মার শব্দ ও সেই অর্থে প্রযুক্ত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় মার শব্দের সাধারণ ব্যবহার নাই; এজন্য অনুবাদে মার শব্দের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে 'মোহ' শব্দ ব্যবহৃত হইল। Mâr, the tempter, the great antagonist of Buddha,

দেহের সৌন্দর্য্যমাত্র যেজন না চায়,
ইন্দ্রিয়সকল যা'র সুসংযত রয়,
মিতাহারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্মঠ যেজন,
এসংসারে নাহি হয় তাহার পতন।
শৈলরাজ বায়ুবেগে না টলে যেমন,
তেমতি মোহের কাছে অটল সেজন ॥ ৮ ॥
কাম-ক্রোধ-পরবশ হইয়া সেজন
পবিত্র কাষায় বস্ত্র * করে পরিধান
সত্যহীন দমহীন সেজন নিশ্চয়
পরিতে কাষায় বস্ত্র উপযুক্ত নয় ॥ ৯ ॥

---

as well as of his followers is a very important personage, in the Buddhist scriptures. He is in many places the representative of evil, the evil spirit or in Christian terminology the devil conquered by Buddha but not destroyed by him" *max Müller*.

* পীতবস্ত্র ; পীতবর্ণ বৌদ্ধ পরিচ্ছদ।

কামাদিতে যেইজন নহে বশীভূত
শীল সমূহেতে * চিত্ত যা'র প্রতিষ্ঠিত
সত্যব্রত সুসংযমী সেজন নিশ্চয়
পরিতে কাষায় বস্ত্র উপযুক্ত হয় ॥ ১০ ॥
অসার পদার্থে যেই সার মনে করে, †
যেজন অসার বলি সার বস্তু ধরে,

---

* যে সকল সন্নীতিমালা দ্বারা বৌদ্ধ গৃহস্থের বা বৌদ্ধ শ্রমণের জীবন নিয়মিত হয়, উহারই নাম শীল। ইহা দশবিধ যথা :—(১) জীবহিংসা করিবে না, (২) পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না, (৩) অপবিত্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না, (৪) মিথ্যা কথা বলিবে না, (৫) সুরাপান করিবে না। গৃহস্থমাত্রকেই এই পাঁচটি নীতি মানিয়া চলিতে হয়। শ্রমণদিগকে আরও পাঁচটি নীতি মানিয়া চলিতে হয়। বিলাস বিভ্রাট পরিত্যাগ করাই সে গুলির তাৎপর্য্য। উপরোক্ত প্রথম পাঁচটি নীতির নাম "পঞ্চশীল।"

†) সার=সত্য (truth) চৈনিক "চীন" শব্দ "সত্য" অর্থেই প্রযুক্ত হয়। See Beal's Dhammapadam p. 64. বৌদ্ধদিগের মতানুসারে ছয় প্রকার সার আছে। শীলসার, সমাধিসার প্রজ্ঞাসার, বিমুক্তিসার, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসার ও পরমার্থসার। পরমার্থসারকেই নির্ব্বাণ কহে।

অলীক চিন্তার দেয় যেজন আশ্রয়
সংসারে সে সারবস্তু কভু নাহি পায়॥ ১১॥
সারবস্তু সারবলি যে মানব মানে,
অসারে অসার বলি যেইজন জানে,
যে দেয় আশ্রয় মনে সদা সুচিন্তায়,
এ সংসারে সারবস্তু সেইজন পায়॥ ১২॥
যে গৃহে স্বচ্ছন্দরূপ নাহি আচ্ছাদন,
বৃষ্টি যথা তা'র মধ্যে পশে অনুক্ষণ,
চিন্তা ধ্যান-পরায়ণ যে মানব নয়
ভোগাসক্তি তা'রে তথা করয়ে আশ্রয়॥ ১৩॥
যে গৃহে স্বচ্ছন্দরূপে আছে আচ্ছাদন,
বৃষ্টি যথা তা'র মধ্যে না পশে কখন,
সেইরূপ চিন্তা-ধ্যান-রত যেই জন,
ভোগাসক্তি তা'রে নাহি করে আক্রমণ॥ ১৪॥
পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান যেইজন করে
ইহলোকে পরলোকে সেই শোক করে ;

স্বকৃত মলিন কর্ম্ম করি দরশন
শোক করে কষ্ট পায় সেই সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৫ ॥
পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান যেইজন করে,
ইহ পরকালে সেই আনন্দে বিহরে।
স্বকৃত পবিত্র কর্ম্ম করি দরশন
ভূমানন্দে আত্মহারা হয় সেইজন ॥ ১৬ ॥
পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান যে করে সতত
ইহপরলোকে সেই তাপ পায় কত !
"পাপ করিয়াছি"—এই চিন্তায় সেজন
তাপিত-হৃদয়ে করে জীবন যাপন।
অনন্ত দুর্গতি লভি পরলোকে গিয়া,
তাপানলে হয় তার জর জর হিয়া ॥ ১৭ ॥
পুণ্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠান যেইজন করে,
ইহপরলোকে সেই আনন্দে বিহরে ;
"পুণ্য করিয়াছি"—এই পবিত্র চিন্তায়,
ধরায় পরমানন্দে জীবন কাটায় ;

দেহ ত্যজি পরলোকে যায় সে যখন
সুগতি লভিয়া হয় আনন্দে মগন ॥ ১৮ ॥

পরের সহস্র গাভী করিলে গণন
গোপ তা'র অধিকারী না হয় যেমন,
তেমতি প্রমাদ-রত তুষ্ট যেইজন
আবৃত্তি করিয়া মাত্র শাস্ত্রের বচন,
অনুযায়ী কার্য্য নাহি করে আচরণ
অধিকার নাহি তা'র হইতে শ্রমণ * ॥ ১৯ ॥

অল্পমাত্র শাস্ত্রাবৃত্তি করিয়া যেজন,
জ্ঞানোদ্দেশ্যে ধর্ম্মনীতি করেন পালন,
রাগ মোহ দ্বেষ যত করেন বর্জ্জন
ইহ পরলোকে সেই যথার্থ শ্রমণ ॥ ২০ ॥

---

* বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগকে শ্রমণ কহে। যাহারা সংযমী, মুক্তিকামী ও ব্রতাবলম্বী তাহারাই শ্রমণ বা যতি।

দ্বিতীয় সর্গ—অপ্রমাদ বর্গ।

অপ্রমাদ অমৃতের আকর সমান *
প্রমাদে মৃত্যুর পথ করে উদ্ঘাটন ;
অপ্রমত্ত মানবের নাহিক মরণ
মৃতপ্রায় প্রমত্তের বিফল জীবন ॥ ১ ॥ ২১ ॥
এই সত্য জানি গত প্রমাদ যাহার,
নির্ব্বাণ মার্গেতে যিনি করেন বিহার,

---

* পণ্ডিতগণ অপ্রমাদ শব্দের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একাগ্রতা বা ধ্যান (মোক্ষমূলর), মনোযোগিতা (চাইলডার্স), সতর্কতা (ফজবোল) এবং ধর্ম্ম (গগার্লি) প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে প্রমাদ বা প্রমত্ততাই মানুষের যাবতীয় উন্নতির অন্তরায়। যিনি সংসারের তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত বা প্রমত্ত নন, তাহার জন্য নির্ব্বাণ বা মুক্তিপথ পরিষ্কৃত হয়। এইশ্লোকে বুদ্ধঘোষ অমৃতশব্দ নির্ব্বাণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

কথিত আছে যখন মহারাজ অশোকের সহিত বিখ্যাত শ্রমণ

ধ্যানশীল মহোৎসাহ দৃঢ়-পরাক্রম,
লভেন এহেন নর নির্ব্বাণ পরম ॥ ২।৩ ॥
সদা জাগরিত যিনি, তীক্ষ্ণ যা'র স্মৃতি,
সতত পবিত্র কার্য্যে যায় দিবা-রাতি,
সতর্ক, সংযত যিনি ধর্ম্ম-সাধনায়,
অপ্রমত্ত সেজনের যশঃ বৃদ্ধি পায় ॥ ৪ ॥
জাগরিত, অপ্রমত্ত, মেধাবী, সংযত,
প্রকৃতি দমনশীল যাহার সতত,
সংসার-সাগর মধ্যে করেন নির্ম্মাণ—
আপনার তরে তিনি দিব্য দ্বীপস্থান,—
সলিল-প্রবাহে তাহা নহে প্রতিহত
সুন্দর সে রক্ষাস্থল অটল নিয়ত ॥ ৫ ॥

ন্যগ্রোধের সাক্ষাৎ হয়, তখন ন্যগ্রোধ তাঁহাকে ধম্মপদের এই অপ্রমাদবর্গ শুনাইয়াছিলেন। পরে এতদ্দ্বারাই ক্রমশঃ অশোকের মতি পরিবর্ত্তিত হয় ও তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী হন। See Bishop Bigandet's Life and Legend of Gaudama p. 377.

দুর্ব্বুদ্ধি চপলমতি মূর্খ যেই নর
প্রমাদের অনুবর্ত্তী সেই নিরন্তর ;
অপ্রমাদ সুবুদ্ধির অতি প্রিয়ধন
শ্রেষ্ঠধন সম তিনি করেন রক্ষণ ॥ ৬॥
প্রমাদের অনুবর্ত্তী কভু নাহি হবে
কামরতি সম্ভোগেতে মন নাহি দিবে ;
অপ্রমত্ত ধ্যানশীল যা'রা অনুক্ষণ
বিপুল সুখেতে তা'রা সদা নিমগন ॥ ৭ ॥
অপ্রমাদে প্রমাদের করি নিবারণ,
শোকশূন্য হন যিনি জ্ঞানী বিচক্ষণ ;
জ্ঞানের প্রাসাদ-শিরে করি আরোহণ
শোকশীল নরে তিনি করেন দর্শন ;—
ধীর ব্যক্তি বসি যথা পর্ব্বত শিখরে
দেখে নিম্নে কত নর যাতায়াত করে
সেইরূপ ধীর জ্ঞানী দেখেন নিয়ত
মূর্খ নর জন্মজরা ভোগ করে কত ! (৮)

দুর্ব্বল অশ্বকে যথা দ্রুত অশ্ববর
পশ্চাতে ফেলিয়া রাখি হয় অগ্রসর,
সেইরূপ যেইজন ধীর বুদ্ধিমান,
প্রমত্তের মাঝে তিনি অপ্রমত্ত র'ন।
নিদ্রিতের মাঝে তিনি থাকি জাগরিত
ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন অবিরত ॥ ৯ ॥
ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ দেব-লোকে অপ্রমাদ-বলে,
অপ্রমাদ শ্রেষ্ঠগুণ বিদিত ভূতলে ;
অপ্রমাদ প্রশংসিত পণ্ডিত সমাজে,
প্রমাদের নিন্দাবাদ সর্ব্বত্র বিরাজে ॥ ১০ ॥ ৩০ ॥
অপ্রমাদরত ভিক্ষু পুরুষ প্রধান
প্রমাদের ভয়ে রয় সদা সাবধান ;
অগ্নি যথা ছোট বড় গ্রন্থি সমুদায়
দগ্ধ করি নিরুদ্বেগে অগ্রসর হয়,—
ইন্দ্রিয় বন্ধন তথা করিয়া ছেদন
অবাধে করয়ে ভিক্ষু ধর্ম্ম আচরণ ॥ ১১ ॥

অপ্রমাদরত ভিক্ষু পুরুষ প্রধান
প্রমাদের ভয়ে থাকে সদা সাবধান ;
ধর্ম্ম পথ হ'তে ভ্রষ্ট কখন না হয়
নির্ব্বাণ নিকটবর্ত্তী সেই সদা রয় ॥ ১২ ॥

তৃতীয় সর্গ—চিত্তবর্গ।

ইষুকার * যেইরূপ করিয়া যতন,
সরল করিয়া বাণ করে সুগঠন,
বুদ্ধিমান রহে তথা করি আত্মবশ
† চপল স্পন্দনশীল দুর্দ্দান্ত মানস ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

---

* ইষুকার = বাণ নির্ম্মাতা।
† মোক্ষমূলর trembling and unsteady thought বলিয়া এই পংক্তির অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি চিত্ত কথাকেই thought ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু নিম্নে সর্ব্বত্রই চিত্তকে thought বলিয়া অনুবাদ করা যায় না।

উৎক্ষিপ্ত সলিল হ'তে হ'লে তীর'পরে
যেমতি চঞ্চল মৎস্য ছট্‌ফট্‌ করে,—
তেমতি মোহের হাতে পাইতে নিস্তার
ব্যাকুল মানব চিত্ত হয় অনিবার ॥ ২ ॥
দুর্দ্দম চঞ্চলচিত্ত করিবে দমন
বশীকৃত চিত্তে দেয় শান্তি অনুক্ষণ ॥ ৩ ॥
দুর্দ্ধর্ষ চতুর যত মনোবৃত্তিচয়
তা'রা যেন ইতস্ততঃ চালিত না হয় ;
রাখিবে তা'দের প্রতি লক্ষ্য বুদ্ধিমান,
সুসংযত চিত্তে করে সুখের বিধান ॥ ৪ ।
দূরগামী, একচারী * অশরীরী আর
হৃদয়ের গুহাশায়ী যে চিত্ত সবার ;
এহেন চপলগতি বশে যা'র রয়
সংসারের মোহে তা'র নাহি কোন ভয় ॥ ৫ ॥

---

* একচারী = একাকী ; "walking alone."

যাহার অস্থির চিত্তে সতত বিকার,
সত্য-ধর্ম্ম সুবিদিত নহে কভু যা'র,
সতত প্রসাদশূন্য, যাহার হৃদয়,
জ্ঞানের পূর্ণতা তা'র কভু নাহি হয় ॥ ৬ ॥
বাসনা বিহীন চিত্ত যাহার সতত
যাহার মানস কভু নহে বিচলিত,
পাপ পুণ্য ক'রেছেন যিনি পরিহার,
যেজন জাগ্রত, ভয় নাহিক তাহার ॥ ৭ ॥
কুম্ভবৎ এ দেহকে নশ্বর জানিয়া,
দুর্গবৎ সুরক্ষিত চিত্তকে করিয়া,
প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রদ্বারা হ'য়ে সুসজ্জিত
জয়লাভ কর যুদ্ধে মোহের সহিত ;
সকল আসক্তিশূন্য হইয়া সংসারে
আপনারে কর রক্ষা যত্ন সহকারে ॥ ৮ ॥ ৪০ ॥
ঘৃণিত, চৈতন্যহীন এ শরীর হায় !
প'ড়ে র'বে শীঘ্র তুচ্ছ কাষ্ঠখণ্ড প্রায় ॥ ৯ ॥

হিংসাকারী হিংসা করি যেই ক্ষতি করে,
শত্রু'পরে শত্রু যাহা অনিষ্ট আচরে,
তদপেক্ষা বেশী ক্ষতি হয় তাহাদের—
সতত বিপথগামী চিত্ত যাহাদের ॥ ১০ ॥
সুচালিত চিত্ত যত করে উপকার
মাতা পিতা আত্মীয়ের সাধ্য কি তাহার ? ॥ ১১ ॥

চতুর্থ সর্গ—পুষ্পবর্গ।

কেবা জয় করিবেক এই যে সংসার ?
যমলোকে দেবলোকে কা'র অধিকার ?
সুনিপুণ মালাকর পুষ্পোদ্যানে গিয়া,
যেমতি সুন্দর পুষ্প লয় সে বাছিয়া,—
সংসার উদ্যানে কেবা তেমতি আসিয়া
সুনির্দ্দিষ্ট-ধর্ম্মপদ * লইবে দেখিয়া ? ॥ ১ ॥ ৪৪ ॥

---

* পণ্ডিতেরা ধর্ম্মপদ শব্দের নানা অর্থ করিয়াছেন। পদ-শব্দে কবিতা ও বুঝায় ; এজন্য ধর্ম্মপদ অর্থে ধর্ম্মবিষয়ক গাথা

অনুরক্ত, বুদ্ধশিষ্য, ভক্ত যেই হয়,
সহজে করিবে এই সংসার বিজয় ;
সুনিপুণ মালাকর পুষ্পোদ্যানে গিয়া,
সুন্দর কুসুম যথা লয় সে বাছিয়া,
সংসার উদ্যানে আসি তেমতি সেজন
সুনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথ করে নির্ব্বাচন * ॥ ২ ॥

বা কবিতা পুস্তক এরূপ অর্থ ও করা হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকে ধর্ম্মপদ বলিতে ধর্ম্মপথ বা ধর্ম্মের সোপান বুঝাইতেছে। পুস্তকের নামেরও সম্ভবতঃ ইহাই অর্থ। বুদ্ধঘোষ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বোধি জ্ঞান বা দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে উন্নতি-মার্গের ৩৭টি সোপান বা অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। "ললিত বিস্তর" গ্রন্থে বুদ্ধদেব স্বয়ং এই মার্গদর্শক বা পথদর্শক নামে কথিত হইয়াছেন।

* ধম্মপদ ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থের অনেকস্থলে অতি প্রাচীন কালীয় হিন্দু ধম্মগ্রন্থের অনেক শ্লোকের পালি অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক : বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে অনেক উপাখ্যান পালি হইতে কালক্রমে সংস্কৃতে ভাবা-

ফেণবৎ ক্ষণধ্বংসী মানবের কায়,
অলীক রূপের ছটা—মরীচিকা প্রায়,—
এই জ্ঞান আছে যার' নিশ্চয় সেজন
কামের কুসুমশর করিয়া ছেদন,
অবাধে ধর্ম্মের পথে হয় অগ্রসর
মৃত্যুরাজ হ'তে তা'র নাহি কোন ডর ॥ ৩ ॥

স্তরিত হইয়াছিল। পরে যখন ক্রমে ক্রমে পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি পুস্তক আরবীয় প্রভৃতি নানা বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদিত হইতে লাগিল তখন বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধ গল্পগুলি ক্রমে পাশ্চাত্য জগতে প্রবেশ লাভ করিল। সংস্কৃত শ্লোক পূর্ব্বে কিম্বা শ্লোকপালি পূর্ব্বে, এই কথা লইয়া অনেক তর্ক আছে, এস্থলে তাহার অবতারণায় প্রয়োজন নাই। সম্ভবতঃ সংস্কৃত হইতে পালিতে এবং পালি হইতে সংস্কৃতে এই উভয় প্রকারেই শ্লোক অনুবাদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান স্থলে মহাভারতান্তর্গত শান্তি :পর্ব্বের একটি শ্লোকের ছায়া গৃহীত হইয়াছে। সেই মূল শ্লোকটি এই :—

পুষ্পাণীব বিচিন্বন্তং অন্যত্র গতমানস
অনবাপ্তেষু কামেষু মৃত্যুরভ্যেতি মানবম্ ॥

কামনার পুষ্প যেই করয়ে চয়ন
সতত ব্যাসক্ত চিত্ত হয় যেইজন,
অবিলম্বে গ্রাসকরে তাহাকে শমন
বন্যা যথা সুপ্তগ্রামে করয়ে প্লাবন ॥ ৪ ॥
সতত ব্যাসক্তচিত্ত হয় যেইজন,
কামনার পুষ্প যেই করয়ে চয়ন,
তাহার বাসনা তৃপ্ত হইতে না হ'তে
কাল তা'রে কবলিত করে আচম্বিতে ॥ ৫ ॥
পুষ্পের বর্ণ বা গন্ধ নষ্ট না করিয়া,
অলি যথা মধু ল'য়ে যায় পলাইয়া,
মুনিগণ সেইরূপ সংসার মাঝার
বিচরিবে করি নিত্য স্বকার্য্য উদ্ধার ॥ ৬ ॥
পরে কি করে, না করে, দেখি কাজ নাই,
আপনি কি কর সদা দেখিবে তাহাই ॥ ৭ ॥ ৫০ ॥
যেমতি উজ্জ্বলবর্ণ পুষ্প মনোহর,
গন্ধহীন হ'লে রূপ নিষ্ফল তাহার,

তেমতি নিষ্ফল হয় উত্তম বচন
কার্য্যে যদি পরিণত না হয় কখন ॥ ৮ ॥
যেমতি উজ্জ্বলবর্ণ পুষ্প মনোহর
গন্ধযুক্ত হ'লে রূপ সফল তাহার,
তেমতি উত্তম বাক্য সফল নিশ্চয়
যথাকার্য্যে পরিণত যবে তাহা হয় ॥ ৯ ॥
রাশীকৃত পুষ্প হ'তে আমরা যেমন
বহুবিধ মাল্য পারি করিতে রচন,
তেমতি মানবজন্ম পরিগ্রহ করি
বহুল সুকার্য্য মোরা সাধিবারে পারি ॥ ১০ ॥
তগর (টগর) মল্লিকা আর চন্দন-সুবাস
বায়ুর প্রতীপদিকে কভু নাহি বয় ;
সাধু পুরুষের কিন্তু যশের সুবাস
সর্ব্বদিকে সমভাবে প্রবাহিত হয় ॥ ১১ ॥
তগর চন্দন কিম্বা পদ্ম-সৌরভেতে
যশোগন্ধ অতিক্রম পারেনা করিতে ॥ ১২ ॥

তগর চন্দন গন্ধ অল্পস্থানে রয়
সাধুর যশের বাস দেবলোকে বয় ॥ ১৩ ॥
পূর্ণজ্ঞানে মুক্তিপ্রাপ্ত অপ্রমত্ত নর
সুশীল সংযত যা'র স্বভাব সুন্দর,
হেন সাধু কোন্ পথে করেন বিহার
তাহার সন্ধান কভু নাহি জানে মার ॥ ১৪ ॥
রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা মাঝে
দিব্যামোদ-মনোহর কমল বিরাজে
সেইরূপ অপদার্থ লোকের মাঝারে
প্রজ্ঞাবান বুদ্ধশিষ্য শোভে এ সংসারে ॥ ১৫ । ১৬ ॥

পঞ্চম সর্গ—বালবর্গ। *

জাগ্রত জনের পক্ষে রাত্রি দীর্ঘ হয়,
শ্রান্তের যোজন পথ দীর্ঘ অতিশয়

---

* বাল শব্দের অর্থ মূর্খ। Fool.

সত্যধর্ম্ম নাহিজানে মূর্খ যেইজন
তা'র পক্ষে অতিদীর্ঘ মানব জীবন ॥ ১ ॥ ৬০ ॥
ভ্রমণ সময়ে কেহ না পায় যখন
নিজ হ'তে শ্রেষ্ঠ কিম্বা সদৃশ সুজন,
একাকী ভ্রমণ করা উচিত তাহার
ভ্রমণে মূর্খের সঙ্গে নাহি উপকার ॥ ২ ॥
"পুত্র আছে, ধন আছে"—এই কুচিন্তায়
মূর্খেরা সংসারে সদা কত কষ্ট পায়
যখন আপনি আমি নহি আপনার,
পুত্র কিম্বা ধন হবে কিরূপে আমার ? ॥ ৩ ॥
নিজের মূর্খতা যত জানে মূর্খজন
জ্ঞানী বলি' তা'রে তত করিবে গণন ;
যে মূর্খ পণ্ডিত বলি' আপনারে জানে,
তাহাকে প্রকৃত মূর্খ বলি' সবে মানে ॥ ৪ ॥
দর্ব্বী যদি চিরকাল সূপরসে রয় *
সে যেমন আস্বাদন কিছুই না পায়,

* দর্ব্বী=ব্যঞ্জনাদি তুলিবার হাতা।

মূর্খ যদি পণ্ডিতের থাকে সন্নিধানে
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব কভু সে না জানে ॥ ৫ ॥
মানব-রসনা যথা ক্ষণেক ভিতর
সূপরস আস্বাদন করয়ে সুন্দর,
পণ্ডিত সকাশে যদি ক্ষণকাল রয়,
ধর্ম্মের স্বরূপ বিজ্ঞ বুঝিবে নিশ্চয় ॥ ৬ ॥
বিষময় পাপ কর্ম্ম করি মূর্খজন
নিজের শত্রুতা নিজে করে আচরণ ॥ ৭ ॥
যে কার্য্য করিলে মনে অনুতাপ হয়,
বিলাপ সম্বল যা'র ফলের সময়
সাধুকর্ম্ম নহে সেই জানিবে নিশ্চয় ॥ ৮ ॥
যে কার্য্য করিলে নাহি অনুতাপ হয়,
ফুল্লমনে ফল যা'র লাভ করা যায়,
সাধু কর্ম্ম বলি তারে বাখানে সবায় ॥ ৯ ॥
যতক্ষণ পাপকর্ম্মে ফল নাহি ফলে,
মধুর বলিয়া তা'কে মূর্খ ব্যক্তি বলে ;

কিন্তু যবে সেই পাপ পরিপক্ক হয়,
দুঃখভোগ সার হয়, তখন নিশ্চয় ॥ ১০ ॥
মূর্খ যদি কঠোরতা করি অনুষ্ঠান
মাসে মাসে কুশাগ্রেতে করয়ে ভোজন,—
তবুও প্রকৃত জ্ঞানী ধার্ম্মিকের জ্ঞান
ষোড়শাংশ মাত্র নাহি পায় সে অজ্ঞান ॥ ১১ ॥৭০॥
সদ্যঃ প্রাপ্ত দুগ্ধ যদি নষ্ট নাহি হয়,
পাপকরা মাত্র তা'র কার্য্য নাহি হয় ;
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে পাপ করয়ে নিবাস,
ক্রমে ক্রমে ফল তা'র পাইবে প্রকাশ।
ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি সম করিয়া দহন
মূর্খের পশ্চাতে পাপ রহে অনুক্ষণ ॥ ১২ ॥
যখন কলুষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়,
অমনি মূর্খের তা'য় অনর্থ ঘটায় ;
মূর্খের মস্তক'পরে করিয়া প্রহার
তখনি হরণ করে সৌভাগ্য তাহার ॥ ১৩ ॥

ভিক্ষু যদি করে চিত্তে অসাধু ভাবনা,
স্বকীয় প্রাধান্য যদি করে সে বাসনা;
আবাসে শ্রেষ্ঠত্ব যদি হয় অভিপ্রায়,
পরকুলে পূজালাভ ভিক্ষু যদি চায়,
যদ্যপি সে চিন্তা করে সতত অন্তরে—
"গৃহী প্রব্রজিত কিম্বা যে আছে সংসারে
একার্য্য আমার কৃত বুঝুক নিশ্চিত
কার্য্যাকার্য্যে সবে মোর হোক বশীভূত"—
হেন অভিমানে পূর্ণ ভিক্ষু যদি হয়
সে ভিক্ষু প্রকৃত মূর্খ জানিবে নিশ্চয়।
তাহার সঙ্কল্প আর বৃথা অভিমান
ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে হয় বর্দ্ধমান ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥
লাভ হ'তে নির্ব্বাণের পথ ভিন্নতর—
বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষু জানি এই তত্ত্বসার,
বিবেকের পথে ক্রমে হন অগ্রসর
সম্মান আকাঙ্ক্ষা সর্ব্ব করি পরিহার ॥ ১৬॥

ষষ্ঠ সর্গ।—পণ্ডিতবর্গ।

গুপ্তধন-প্রদর্শক জনের মতন
সত্যধর্ম্ম প্রদর্শন করেন যেজন,
বর্জ্জনীয় কার্য্য যিনি দেন দেখাইয়া,
ভৎ র্সনা করেন যিনি কুকর্ম্ম দেখিয়া,
এ হেন মেধাবী জনে দেখিবে যখন
তাহাকে পণ্ডিত জ্ঞানে করিবে ভজন ;
তাঁহার পদাঙ্ক ধরি অগ্রসর হ'বে,
অনর্থের নাহি ভয়, মঙ্গল হইবে॥ ১।৭৬॥
করিবেন তিরস্কার পণ্ডিত যেজন
কুকাজে নিবৃত্ত করি করিয়া শাসন ;
সজ্জনেরা প্রিয় বলি, তাহাকে ধরিবে
অসাধু অপ্রিয় বলি' তাহাকে বুঝিবে॥ ২ ॥
পাতকী পুরুষাধম সহিত কখন
ক'রোনা সংসারে কেহ মিত্রতা স্থাপন ;

ধার্ম্মিক পুরুষ শ্রেষ্ঠ যেইজন হয়,
সংসারে প্রকৃত মিত্র জানিবে নিশ্চয় ॥ ২৩ ॥
ধার্ম্মিক প্রসন্ন মনে করেন বসতি
বৌদ্ধের সাধন পথে পণ্ডিতের রতি ॥ ৪ ॥
মৃত্তিকা খননকারী সলিলে যেমন—
ইচ্ছামত ইতস্ততঃ করে সঞ্চালন,
বাণকে নমিত করে যথা ইষুকার,
কাষ্ঠখণ্ডে দ্রব্য গড়ে যথা সূত্রধার,
পণ্ডিতেরা সেইরূপ আপনার মন
ইচ্ছামত অবিরত করেন শাসন ॥ ৫ ॥ ৮০ ॥
কঠিন প্রস্তরময় পর্ব্বত যেমন
বায়ুবেগে বিচলিত না হয় কখন,
সেইরূপ এ জগতে পণ্ডিত সকল
নিন্দাস্তুতি উভয়েতে অচল অটল ॥ ৬ ॥
ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ—
—গভীর, তরঙ্গহীন হ্রদের মতন,

প্রশান্ত-হৃদয়ে ধীর পণ্ডিত সুজন
করেন সংসার মাঝে জীবন যাপন ॥ ৭ ॥
সর্ব্ববিধ অবস্থায় পড়ি বিজ্ঞবর
সতত সৎপথ ধরি হন অগ্রসর ;
সাধুব্যক্তি কাম্য-বস্তু বিষয় লইয়া,
না করেন কালক্ষয় আলাপ করিয়া।
সুখ বা দুঃখের মাঝে পড়িয়া সেজন,
উদ্ধত বা অবনত না হন কখন ॥ ৮ ॥
পরের নিমিত্ত কিংবা আপনার তরে
রাজ্যধন পুত্র যেই ইচ্ছা নাহি করে,
অধর্ম্মে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ইচ্ছা যা'র নয়,
সচ্চরিত্র, ধর্ম্মরত, জ্ঞানী সেই হয় ॥ ৯ ॥
নির্ব্বাণ জলধিপারে অল্পলোক যায়
অধিকাংশ তীরে শুধু দৌড়িয়া বেড়ায় ॥ ১০ ॥
ব্যাখ্যাত হইলে ধর্ম্ম উত্তম প্রকারে,
ধর্ম্মের আশ্রয় ভবে যেই জন ধরে,

নিশ্চিত সেজন ত্যজি এ ঘোর সংসার
সুদুস্তর মৃত্যুরাজ্য হইবেক পার ॥ ১১ ॥
প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি সংসারে আসিয়া,
দুঃখমলীমসময় জীবন ত্যজিয়া,
সতত স্বচ্ছন্দে সুখে করেন যাপন
শুচিশুভ্র শান্তিময় পবিত্র জীবন ॥
ধরি ভিক্ষুব্রত, করি বিবেকে আশ্রয়,
ত্যাগ করি বিষময় বাসনা নিচয়,
চিত্তানন্দে এ জীবন করেন হরণ
সংসারে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ধন্য সেইজন ॥ ১২—১৩ ॥
বোধিজ্ঞানে * প্রতিষ্ঠিত মানস যাহার
বাসনা ত্যজিয়া করে আনন্দে বিহার,
রাগাদি রিপুবিজয়ী সেই জ্যোতিষ্মান্
করেন নির্ম্মুক্ত ভাবে ভবে অবস্থান ॥ ১৪ ॥

---

* নিত্য, দিব্য, অনন্ত জ্ঞানের নাম বোধিজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিবার সাতটি প্রকরণ আছে ঃ—স্মৃতি, ধর্ম্ম প্রবিচয় (ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসন্ধান) বীর্য্য, প্রীতি, শান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা।

সপ্তমসর্গ—অর্হদ্‌বর্গ।

যে জন গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া সংসারে
হন মুক্ত শোকশূন্য সকল প্রকারে,
সকল গ্রন্থির যা'র হ'য়েছে ছেদন
ইহলোকে নাহি তা'র দুঃখের কারণ ॥ ১ ॥ ৯০ ॥
যেজন একাগ্রমনে ধর্ম্মাভ্যাসে রত
ভোগসুখে সমাসক্ত নহে যা'র চিত,
সংসার সকাশে তিনি লয়েন বিদায়
মরাল সরসী ছাড়ি যথা চলি' যায় ॥ ২ ॥
অর্থের সঞ্চয়মাত্র নাহিক যাহার
মানিয়া পরিজ্ঞাত্রয় করেন আহার, *

---

* বৌদ্ধশ্রমণকে আহার সম্বন্ধে তিনটি বিষয় জ্ঞাত হইয়া চলিতে হয়। এই ত্রিবিধ জ্ঞানই পরিজ্ঞাত্রয়। প্রথমতঃ আহার কোন্ প্রকার তাহা জানিতে হইবে অর্থাৎ নিমন্ত্রিত হইয়া বা পছন্দমত আহার বাছিয়া লওয়া বৌদ্ধ শ্রমণের কর্ত্তব্য নহে। আহারের সময় উপস্থিত হইলে কোন একস্থলে উপস্থিত হইয়া যাহা

শূন্যরূপ অনিমিত্ত পরম নির্ব্বাণ *
হ'য়েছে গোচরীভূত যা'র বিলক্ষণ,
দুঃসাধ্য নির্ণয় করা গতিবিধি তাঁ'র—
শূন্যমার্গে বিহগের গতি যে প্রকার ॥ ৩ ॥

ভিক্ষা দ্বারা মিলিবে তাহাতেই উদর পূর্ত্তি করা তাহার কর্ত্তব্য দ্বিতীয়তঃ বাহ্য আহার অর্থাৎ অন্নাদি ভোজন অপবিত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। তৃতীয়তঃ আহারের সকল সুখ ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ সুখের জন্য যে আহার করিতে হইবে এ ভাবনা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। [Childers' Dictionary p 345, Notes of D'Alwis,p.76, চারু বাবুর "ধম্মপদ" ৪৮পৃঃ দ্রষ্টব্য]

* নির্ব্বাণ শূন্যতাময়, অনিমিত্ত ও অপ্রণিহিত—নির্ব্বাণের এই তিনটি প্রকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভ হইলে জীব শূন্যতায় লীন হয়, তাহার কোন অতীত চিহ্ন থাকে না এবং তাহার রাগদ্বেষাদি নির্ম্মূল হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ প্রণীত "শূন্যবাদ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ভারতী ১৩১১, ২৭১ পৃঃ।

কামাদির দোষ যা'র পাইয়াছে লয়,
আহারের বশীভূত চিত্ত যা'র নয়,*
অনিমিত্ত শূন্যাকার পরম নির্ব্বাণ,
হ'য়েছে গোচরীভূত যা'র বিলক্ষণ,
দুর্জ্ঞেয় সংসার ধামে গতিবিধি তা'র
শূন্যমার্গে বিহগের গতি যে প্রকার ॥ ৪ ॥
সারথি অশ্বকে যথা করয়ে শাসন
সেইরূপ বশীভূত যা'র রিপুগণ,
নিষ্পাপ নিরভিমান যেজন সতত
তাহার গৌরবপদ দেবের বাঞ্ছিত ॥ ৫ ॥
গ্রামে ইন্দ্রকীল † কিম্বা ধরার যেমন
পূজা কিম্বা পদপীড়া উভয় সমান,

---

* খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করিলেই যে শুধু আহার হয়, তাহা নহে। খাদ্য গ্রহণ, স্পর্শ, চিন্তা ও সংজ্ঞা ভেদে আহার চারি প্রকার।

† কোন নগর বা গৃহের দ্বারদেশে ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত প্রস্তর-

সেরূপ সুব্রত জন হয় নির্ব্বিকার,
শুভাশুভ শত্রুমিত্রে সমভাব তা'র ;
যেমন কর্দ্দমহীন সরসীর জল,
সেরূপ চরিত্র তা'র শান্ত সুনির্ম্মল ॥ ৬ ॥
পূর্ণজ্ঞানে মুক্তিলাভ হ'য়েছে যাহার
চিত্ত, বাক্য, কর্ম্ম—সব শান্ত হয় তা'র ॥ ৭ ॥
গুণের ব্যাখ্যানে যেই অভিরত নয়,
নির্ব্বাণের তত্ত্ব যা'র সুবিদিত হয়,

স্তম্ভ। পৃথিবী পৃষ্ঠে বা ইন্দ্রস্তম্ভের গাত্রে পুষ্প বর্ষণ করিলে তাহাতে যেমন তাহার আনন্দ বা নিরানন্দ কিছুই হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ নিন্দাস্তুতিতে সমভাব অবলম্বন করিবেন। এখানে ভগবদ্গীতার ভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে :—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ—
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥
গীতা, ১২ অধ্যায়।

হইয়াছে ছিন্ন যা'র সংসার বন্ধন,
সদসৎ বিষয়ের অতীত যে জন ;
ফুরা'য়ে গিয়াছে যা'র বাসনানিচয়
সংসারে প্রকৃত সাধু সেইজন হয় ॥ ৮ ॥
গ্রামের ভিতরে কিম্বা বিজন বিপিনে
গভীর সলিলে কিম্বা শুষ্ক মরুস্থানে,
যে স্থানেতে অর্হতেরা করেন বিহার
এ সংসারে রমণীয় সেই স্থান সার ॥ ৯ ॥
অরণ্যানী রমণীয় জানিবে সবায়,
সে স্থানেতে সর্ব্বলোকে আনন্দ না পায় ;
কামান্বেষী নহে যত উদাসীনগণ
অরণ্য তাঁ'দের কাছে সুখের সদন ॥ ১০ ॥

অষ্টম সর্গ—সহস্র বর্গ।

নিরর্থ সহস্র বাক্য নহে কার্য্যকর,
অর্থযুক্ত একবাক্য হয় মহত্তর ;
নিরর্থক বাক্যে যায় বিফলে সময়,
শুনিলে সদর্থ বাণী চিত্ত শান্ত হয় ॥ ১ ॥ ১০০ ॥
একমাত্র গাথাপদ শান্তির আকর,
সহস্র নিরর্থ গাথা হ'তে শ্রেয়স্কর ॥ ২ ॥
অর্থশূন্য শত গাথা বলে যেই জন,
সিদ্ধ তা'র নাহি হয় কোন প্রয়োজন ;
একমাত্র ধর্ম্মপদ করিলে শ্রবণ,
মানসে পরম শান্তি লভে সেইজন ॥ ৩ ॥
একজন জয় করে প্রচণ্ড আহবে
হয়তঃ সহস্রগুণ সহস্র মানবে,*
অন্যজন আত্মজয় করে সংসাধন,—
আত্মজয়ী এ দু'য়ের মধ্যে সুপ্রধান ॥ ৪ ॥

৪ হাজার হাজার লোক।

পর-জয় হ'তে শ্রেষ্ঠ আত্মজয় সার ;
আত্মজয়ী যে জনের সংযত আচার,
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা প্রজাপতি, মার,
নির্জিত করিতে তা'রে সাধ্য আছে কা'র ? (৫-৬)
সহস্র পদার্থ দ্বারা শতেক বৎসর
মাসে মাসে যজ্ঞ যদি করে কোন নর,
আবার সেজন যদি মুহূর্ত্তের তরে
স্থিরবুদ্ধি * ধর্ম্মরত জনে পূজা করে,—
শতবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ হইতে তখন,
শ্রেষ্ঠ বলি' জানিবেক সাধুর পূজন ॥ ৭ ॥
শতেক বৎসর যদি বনে কোন জন
অগ্নিদেব পরিচর্য্যা করে অনুক্ষণ,

---

* মূলে "ভাবিতাত্মা" কথা আছে উহার অর্থ—যিনি আত্মজ্ঞানতৎপর বা স্থিরপ্রজ্ঞ।

আর যদি সেই ব্যক্তি মুহূর্ত্তের তরে
আত্মজয়ী ধর্ম্মরত জনে পূজা করে,
শতবর্ষব্যাপী হোম হইতে তখন
শ্রেষ্ঠ বলি জানিবেক সাধুর পূজন ॥ ৮ ॥
সংসারে বৎসর ভরি' পুণ্যাকাঙ্ক্ষী জন
যাগ হোম যাহা কিছু করয়ে সাধন,
চতুর্থাংশ নহে তাহা সাধুর সেবার
সাধুসেবা মানবের পরমার্থ সার ॥ ৯ ॥
বৃদ্ধ জনে নিত্য সেবা করিলে বিহিত
আয়ুঃ, বর্ণ, সুখ, বল হয় সম্বর্দ্ধিত ॥ ১০ ॥*
দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল যদি কোন নর,
জীবন ধারণ করে শতেক বৎসর,

---

* মনুসংহিতায়ও অবিকল এই শ্লোকটি আছে ঃ—
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যাযশোবলং ॥
মনুসংহিতা, ২য়, ১২১।

তদপেক্ষা শ্রেয়ঃ হয় সাধুর জীবন—
একদিন মাত্র যদি বাঁচে সেই জন ॥ ১১ ॥ ১১০ ॥
প্রজ্ঞাহীন অসংযত হয় যেই নর,
আয়ুঃ যদি হয় তা'র শতেক বৎসর,
তদপেক্ষা দিনেকের শ্রেষ্ঠ সে জীবন—
প্রজ্ঞাবান ধ্যানরত হয় যেই জন ॥ ১২ ॥
অলস বা হীনবীর্য্য হয় যেই নর
সে যদি জীবিত থাকে শতেক বৎসর,
তদপেক্ষা শ্রেয়ঃ হয় তাহার জীবন—
বাঁচে যে দিনেক মাত্র দৃঢ়বীর্য্য জন ॥ ১৩ ॥
না চিন্তিয়া জন্ম মৃত্যু মূঢ় যেই নর
সংসারে জীবন ধরে শতেক বৎসর,
তদপেক্ষা দিনেকের শ্রেয়ঃ সে জীবন—
সংসারে আন্তন্তদর্শী হয় যেই জন ॥ ১৪ ॥
না দেখি নির্ব্বাণপদ অবোধ যে নর
পরমায়ু ভোগ করে শতেক বৎসর,

তদপেক্ষা দিনেকের শ্রেয়ঃ সে জীবন,—
যে জন নির্ব্বাণপদ করেন দর্শন ॥ ১৫ ॥
না ধরিয়া সার ধর্ম্ম অবোধ যে নর
বিফলে বাঁচিয়া রয় শতেক বৎসর,
তদপেক্ষা দিনেকের শ্রেষ্ঠ সে জীবন—
সুধর্ম্ম মানিয়া চলে ভবে যেই জন ॥ ১৬ ॥

———

নবম সর্গ—পাপবর্গ।

পুণ্যলাভ তরে শীঘ্র হও ধাবমান ;
পাপ হ'তে বিনিবৃত্ত কর নিজ মন ;
পুণ্যকাজ করে যেই আলস্য সহিত
তাহার মানস রহে পাপে নিমজ্জিত ॥ ১ ॥ ১১৬ ॥
যে জন কলুষক্রিয়া করে কদাচন
সে যেন তা' পুনঃ পুনঃ না করে কখন ;
তাহাতে আসক্তি যেন প্রকাশ না করে,
দুষ্কৃতি সঞ্চিত হ'লে দুঃখ বৃদ্ধি করে ॥ ২ ॥

পুণ্যকাজে মতি যা'র প্রধাবিত হয়,
সেই কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিবে নিশ্চয় ;
তাহাতে আসক্তি যেন জন্মায় তাহার,
পুণ্যের সঞ্চয় ভবে অতি সুখকর ॥ ৩ ॥

পরিপক্ক নাহি হয় পাপ যতক্ষণ,
ততক্ষণ করে পাপী সুখ সন্দর্শন ;
পূর্ণপাপ পরিপাক প্রাপ্ত যবে হয়
অশুভ দর্শন করে পাপী সে সময় ॥ ৪ ॥

পরিণত নাহি হয় পুণ্য যতক্ষণ
সাধুও করেন সেবে অশুভ দর্শন ;
কিন্তু যদি পুণ্যকর্ম্ম পরিণত হয়,
নেত্রপথে হয় তাঁর মঙ্গল উদয় ॥ ৫ ॥ ১২০ ॥

পাপ আসিবে না ভাবি' অবজ্ঞা ক'রোনা,
দুরন্ত পাপের পথ কেহই জানে না ;
বিন্দু বিন্দু বারিপাতে কুম্ভ পূর্ণ হয়
অল্প অল্প পাপাগমে পাপের সঞ্চয় ॥ ৬ ॥

পুণ্য হইবে না বলি' করিয়া নির্ভর
অবজ্ঞা ক'রোনা কেহ পুণ্যের উপর ;
বিন্দু বিন্দু বারিপাতে কুম্ভ পূর্ণ হয়—
অল্প অল্প পুণ্যলাভে পুণ্যের সঞ্চয় ॥ ৭ ॥
সঙ্গে ধনরাশি কিন্তু সঙ্গী অল্প হ'লে
বণিক ভয়ের পথ ফেলে যায় চ'লে ;
বিষ যথা ত্যজে নর প্রাণের আশায়
পাপ তথা পরিত্যাগ করিবে নিশ্চয় ॥ ৮ ॥
হস্তে কোন ক্ষত কা'রো না থাকে যখন,
নিঃসন্দেহে পারে বিষ করিতে গ্রহণ ;
বিষে কি করিবে দেহ অক্ষত যাহার
যে না করে কোন কাজ, পাপ নাহি তা'র ॥ ৯ ॥
নির্ম্মল বায়ুর যথা প্রতিকূল দিকে
ধূলিক্ষেপ করিলে তা' উড়ে পড়ে মুখে,
নির্ম্মল নির্দ্দোষ শুদ্ধ হয় যেই নর
তা'র নিন্দা যদি কেহ করয়ে প্রচার,

সে নিন্দা ফিরিয়া পড়ে নিন্দুকের গায়
সজ্জনের নিন্দাবাদে কিছুই না হয় ॥ ১০ ॥
কেহ কেহ করে পুনঃ জনম গ্রহণ,
পাপাচারী করে পরে নরকে গমন ;*
পুণ্যাত্মার তরে মুক্ত স্বর্গের সোপান,
বিষয় বাসনাহীন লভেন নির্ব্বাণ ॥ ১১ ॥
অন্তরীক্ষে, সমুদ্রে বা পর্ব্বত-বিবরে
পাপমুক্ত হ'তে কেহ কোথাও না পারে ॥ ১২ ॥
অন্তরীক্ষে, সমুদ্রে বা পর্ব্বত গুহায়
হেন স্থান নাহি যথা মৃত্যু নাহি যায় ॥ ১৩ ॥

---

৭ বুদ্ধঘোষের উপাখ্যানে নরক ও তত্রত্য যন্ত্রণার লোমহর্ষণ বর্ণনা আছে। See Buddhaghosa's Parables translated by Captain Rogers, p. 132.

দশম সর্গ—দণ্ডবর্গ।

জগতে দণ্ডের ভয় সকলেই করে,
থরহরি কাঁপে সবে শমনের ডরে;
মনে কর সর্ব্বজীবে আপনার মত, *
জীবহিংসা হ'তে হও বিরত সতত;
কোনও প্রাণীকে বধ ক'রোনা কখন
হ'য়োনা কখন কা'রো বধের কারণ ॥১॥১২৯॥

আছয়ে দণ্ডের ভয় ধরায় সবার
নিজের জীবন হয় প্রিয় সবাকার;
মনে করি সর্ব্বজীবে আপনার মত
জীব হিংসা হ'তে হও বিরত সতত;
কোনও প্রাণীকে বধ ক'রোনা কখন
হ'য়োনা কখন কা'রো বধের কারণ ॥২॥১৩০॥

---

* অবিকল এই ভাবই নিম্নলিখিত শ্লোকে দৃষ্ট হয়ঃ—
"আত্মোপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ"
হিতোপদেশ।

আত্মসুখ-অভিলাষী হইয়া যেজন
সুখাকাঙ্ক্ষী জীবগণে করয়ে হনন,
পরলোকে সুখ তা'র কখন না হয় ;—
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবে নিশ্চয় ॥৩॥

আত্মসুখ-মোহে মত্ত হইয়া যেজন
সুখাকাঙ্ক্ষী-জীবে হিংসা না করে কখন,
সেই জন সুখলাভ করে পরকালে,
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবে সকলে ॥৪॥

পরুষ বচন কা'রো ব'লনা কখন,
করিবে কর্কশ বাক্য সেও প্রত্যর্পণ ;
ক্রোধপূর্ণ বাক্য দেয় বেদনা অন্তরে,
দণ্ডদানে প্রতিদণ্ড স্পর্শিবে তোমারে ॥৫॥

কাংস্যপাত্রে শব্দ করে আঘাতে যেমন—
তেমতি আঘাতে যদি না কর তর্জ্জন,
তাহ'লে যথার্থ শান্তি পাইবে সে দিন,
যথার্থ হইবে তুমি ক্রোধরিপুহীন ॥

নাহিক বিরোধ তব কাহারো সহিত
এই জ্ঞান সার তত্ত্ব জানিও নিশ্চিত ॥৬॥
গোপাল গো-পাল ল'য়ে যষ্টির তাড়নে
গোচারণ ক্ষেত্রে যথা যায় একমনে,
জরামৃত্যু সেইরূপ মানব জীবনে
তাড়না করিয়া চলে চরমের পানে ॥৭॥
মূর্খ যবে অনুষ্ঠান করে পাপাচার
সে যেমন নাহি বুঝে কিছুই তাহার ,—
সেরূপ দুর্ম্মেধা ব্যক্তি অগ্নিদাহ সম
ভোগ করে অবিরত যন্ত্রণা বিষম ॥৮॥
নির্দ্দোষ জনের প্রতি যে করে অন্যায়,
দশবিধ গতির সে এক গতি পায় ঃ—
(১) কঠোর যন্ত্রণা ভোগ অথবা (২) মরণ
(৩) অঙ্গচ্ছেদ, (৪) উন্মাদ বা (৫) ব্যাধি নিদারুণ,
(৬) বধ বন্ধনাদি কোন রাজার বিধান
(৭) সম্পদের নাশ কিম্বা (৮) জ্ঞাতির নিধন,

(৯) অশনি সম্পাত কিম্বা গৃহের পতন
(১০) অথবা মৃত্যুর পরে নরকে গমন।
—এই দশবিধ গতি নির্ব্বোধের তরে
যেজন পরের প্রতি অত্যাচার করে ॥৯-১২॥(১৪০)
নগ্নচর্য্যা, জটাভার, পঙ্ক, অনশন
স্থণ্ডিল শয়ন * কিম্বা ধূলি বিমর্দ্দন,
স্পন্দহীন অবস্থিতি—কিছুই ইহার
না পারে শোধিতে, আশা অতৃপ্ত যাহার ॥১৩॥
অলঙ্কৃত হইয়াও শান্ত যেইজন
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সদা করেন পালন,
প্রাণিহিংসা হ'তে যিনি হইয়া বিরত
শম আচরণ নিত্য করেন বিহিত,

---

* স্থণ্ডিল শয়ন—ভূমিশয়ন। অনশনাদি ব্রত রক্ষা করিলেই মানুষ উন্নতিমার্গে অগ্রসর হয় না। যাহার আশার তৃপ্তি হয় নাই, কিছুতেই তাহাকে শোধন করিতে পারে না। আশার তৃপ্তিই উন্নতির উপায়।

তিনিই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তিনিই শ্রমণ
তিনিই ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রগণ্য জন।১৪॥
আছে কি পুরুষ কোন এহেন ধরায়
যেজন নিষিদ্ধ কার্য্যে বিরত লজ্জায়?
যাহার নিন্দার দিকে লক্ষ্য নাহি হয়?
—ভদ্র * অশ্ব গ্রাহ্য যথা না করে কশায় ॥১৫॥
কশাহত অশ্ব যথা হয় বেগবান,
উদ্যোগী কর্ম্মঠ তুমি হও সুপ্রধান!
শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য্য আর সমাধির বলে
পূর্ণজ্ঞান, সদাচার, স্মৃতিমান হ'লে,
প্রভূত দুঃখের হাতে পাইবে নিস্তার
সতত পরমানন্দে যাপিবে সংসার ॥১৬॥
মৃত্তিকা খননকারী মানব যেমতি
স্বেচ্ছায় বাহিত করে সলিলের গতি,

---

* ভদ্র = সুশিক্ষিত, Well-trained

ইষুকার বাণ যথা করয়ে নমিত
সূত্রধার কাষ্ঠে করে স্বেচ্ছায় গঠিত,
সেইরূপ যিনি সাধু সুব্রত সুজন,
ইচ্ছামত আপনাকে করেন গঠন ॥১৭॥ *

একাদশ সর্গ—জরাবর্গ।

দ্বেষাদি অনলে দগ্ধ সংসারেতে হেন
হাস্য বা আনন্দ-রশ্মি বিচ্ছুরিত কেন?
অজ্ঞান-আঁধারে কেন হ'য়ে অন্তর্ধান
জ্ঞানের প্রদীপ নাহি করিছ সন্ধান?।১॥১৪৬॥
বস্ত্র আর অলঙ্কারে সজ্জিত সুন্দর
ক্ষতের সমষ্টি মাত্র যে দেহ-পঞ্জর,

---

* তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোক ও ৬ষ্ঠ সর্গের পঞ্চম শ্লোক দ্রষ্টব্য। সে সকল স্থলেও এই একই অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

নানাবিধ রোগ শোকে সদা জর্জ্জরিত
বিবিধ সংকল্পপূর্ণ * যে দেহ নিয়ত,
বারেক সে দেহ-যষ্টি কর বিলোকন,
স্থিতি তা'র কভু নাহি হবে সনাতন ॥২॥
রোগপূর্ণ জীর্ণ এই মানব-শরীর
ভঙ্গুর বলিয়া মনে জানিবেক স্থির ;
পুরীষ-সমষ্টি দেহ পাইবে বিলয়,
জীবনের অবসান মরণে নিশ্চয় † ॥৩॥
শরৎ কালের শুভ্র অলাবুর প্রায়
শুভ্র অস্থিরাশি প্রতি কা'র আস্থা হয় ? (৪)

---

* "বহুসঙ্কল্পং"—"Filled with crowded thoughts' —S. Beal.

† Cf :—"মরণান্তং হি জীবিতম্"।
এই শ্লোকে মূলে "পূতি-সন্দোহ" আছে, উহাকে "পুরীষ সমষ্টি" বলিয়া অনুবাদিত হইল, এস্থলে পুরীষ শব্দের অর্থ পাপকার্য্য হইতে পারে। মোক্ষমূলর এইরূপে অনুবাদ করেন.—"This body—a heap of corruption—breaks to pieces. Life indeed ends in death."

অস্থিদ্বারা পুরী এক হ'য়েছে নির্ম্মিত
রক্তমাংস প্রলেপেতে আছে অবস্থিত ;
দিবানিশি বাস করে ভিতরে তাহার
জরা, মৃত্যু, অভিমান, কপটতা আর ॥ ৫ ॥ ১৫০ ॥

সুচিত্রিত রাজপথ জীর্ণ হ'য়ে যায়,
জীর্ণ হবে নর-দেহ কি আছে বিস্ময় ?
সাধুর স্বধর্ম্ম কভু নাহি হয় ক্ষয়,
সজ্জন সতের কাছে এই কথা কয় ॥ ৬ ॥

অল্পজ্ঞান নর বাড়ে বলীবর্দ্দ প্রায়,
প্রজ্ঞা না বাড়িয়া তা'র মাংস বৃদ্ধি পায় ॥ ৭ ॥

দেহ-গৃহ-নির্ম্মাতার করি অন্বেষণ
কতবার করিলাম জনম গ্রহণ
করিনু সংসার পথে ভ্রমণ সতত
পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ দুঃখকর কত !
হে গৃহকারক ! আজ দেখিনু তোমারে,
দিবনা তোমাকে আর গৃহ নির্ম্মিবারে ;

কাষ্ঠদণ্ড সব তব হ'য়েছে ভগন
নষ্ট হ'য়ে গেছে যত গৃহাবলম্বন
অবশেষে চিত্ত মম পেয়েছে নির্ব্বাণ
হইয়াছে ভবতৃষ্ণা সব অবসান॥ ৮—৯ ॥ *
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করে যেজন,
যৌবনে না করে যেই ধন উপার্জ্জন,
সত্বর বিনাশপ্রাপ্ত হয় সেইজন
মৎস্যহীন জলাশয়ে ক্রৌঞ্চের মতন॥ ১০ ॥
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করে যেজন
যৌবনে না করে যেই ধন উপার্জ্জন
পুরাতন কাহিনী সে করিয়া শ্রবণ
প'ড়ে থাকে জীর্ণ শীর্ণ ধনুর মতন॥ ১১ ॥

---

* সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে এই দুইটী শ্লোক সুবিখ্যাত ও সমাদৃত।

দ্বাদশ সর্গ—আত্মবর্গ।

যদ্যপি আত্মাকে কর প্রিয় বলি জ্ঞান
তাঁহাকে উত্তমরূপে করিবে রক্ষণ ;
ন্যূনকল্পে একযাম ত্রিযাম ভিতর
জাগরিত রহিবেন পণ্ডিত-প্রবর ॥ ১ ॥ ১৫৭ ॥

আপনাকে কর্ত্তব্যেতে করিয়া নিবেশ
তৎপরে অপর লোকে দিবে উপদেশ ;
সুধীগণ এইরূপ করি ব্যবহার
সংসারের ক্লেশ হ'তে পাইবে নিস্তার ॥ ২ ॥

অন্যকে করিতে যাহা উপদেশ দাও,
আপনি করিয়া তাহা দৃষ্টান্ত দেখাও ;
পরকে দমন কর সংযত হইয়া,
আত্মাকে জানিও অতি দুর্দ্দম বলিয়া ॥ ৩ ॥

আত্মাই আত্মার নাথ, কেবা নাথ আর ? *
হইয়াছে নিজ আত্মা সুসংযত যা'র

---

* বুদ্ধের নিরীশ্বর বাদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; এই সকল শ্লোক হইতে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তবে

মিলিবে দুর্ল্লভ নাথ ভাগ্যেতে তাহার
জানিবে সংসারে সবে এই তত্ত্ব সার ॥ ৪ ॥ ১৬০ ॥
যেমন প্রস্তরময় মণিকে সুন্দর
খণ্ড বিখণ্ডিত করে হীরক সুধার,
আত্মকৃত, আত্মজাত, আত্মসম্ভাবিত
পাপ তথা মূঢ়জনে করয়ে মথিত ॥ ৫ ॥
শালতরু লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া
লতার বেষ্টন হ'তে উদ্ধার পাইয়া
আত্মরক্ষা করিবারে পারে না যেমন,
দুঃশীলতা সমাচ্ছন্ন সেরূপ সেজন—

হিন্দু দেবতাদিগের নামও বহুস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন; যখন তাঁহার নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তখন এদেশে যে সকল দেব মূর্ত্তি পূজিত হইতেন, তিনি তর্কবলে তাহাদের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই। ধম্মপদ গ্রন্থে বহু স্থলে ইন্দ্র, অগ্নি, যম প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে। বুদ্ধ বলেন লোক ধর্ম্মপথে থাকিয়া সৎকর্ম্ম করিলে মরণান্তে দেবলোক প্রাপ্ত হয় এবং পাপাচারী হইলে প্রেতাসুরনিষেবিত নরকে গমন করে। ৪র্থ—১৫ ৫ম—১৩, ৭ম—৫, ও ৯ম—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহার
শত্রুর মানসে হয় আনন্দ অপার ॥ ৬ ॥
অসাধু অহিতকার্য্য জানিবে সুকর
সাধু হিতকর কার্য্য অতীব দুষ্কর ॥ ৭ ॥
যে নির্ব্বোধ পাপ পথ করিয়া শরণ,
না মানিয়া আর্য্য-সাধু-অর্হিত-শাসন,
কট্ঠকের ফল তুল্য এ ভব সংসারে, *
আপন নাশের পথ আপনি সে করে ॥ ৮ ॥
নিজে পাপ করে লোক নিজে কষ্ট পায়,
নিজে পাপ না করিলে পবিত্র সে রয়
শুদ্ধি বা অশুদ্ধি ন্যস্ত নিজের উপরে
একজন অন্যে শুদ্ধ করিতে না পারে ॥ ৯ ॥
পরকীয় কর্ত্তব্যের করিতে সাধন
নিজ হিতকর কার্য্য ক'রোনা বর্জ্জন ;

* এ স্থলে কট্ঠাক্ বা কাষ্টক বলিতে, যাহাদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়, এরূপ ওষধি বৃক্ষ মাত্রকেই বুঝাইতেছে।

আপনার হিতকার্য্য জানিয়া বিশেষ
তাহাতে আপন মতি করিবে নিবেশ ॥ ১০ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ—লোকবর্গ।

হীন ধর্ম্ম অনুগামী না হবে কখন
ক'রোনা প্রমত্তভাবে জীবন যাপন
মিথ্যা দর্শনের মতে ক'রোনা নির্ভর *
তুষিতে ধরার লোক হ'য়োনা তৎপর ॥ ১ ॥১৬৭॥
অলস হ'য়োনা, উঠ, কর সদ্ধর্ম্মে আশ্রয়
ইহ পরকালে সদা ধর্ম্মচারী সুখে রয় ॥ ২ ॥
সুচরিতধর্ম্ম ভবে কর আচরণ

---

* মূলে মিথ্যা দৃষ্টি আছে ; মিথ্যা দৃষ্টি বা মিথ্যাদর্শন অর্থে মিথ্যাতত্ত্ব বুঝাইতেছে। দৃষ্টি বা দর্শন কথা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। চাইল্‌ডার্স সাহেব এ স্থলে "false doctrine" কথা দ্বারা অনুবাদ করিয়াছেন।

পাপধর্ম্মে কভু তুমি নাহি দিবে মন
সংসারে আসিয়া যেই ধর্ম্মচারী হয়
ইহ পরলোকে সেই সুখেতে কাটায় ॥ ৩॥
মরীচিকা, জলবিম্ব দেখে যে প্রকার
সেরূপ যগুপি কেহ দেখে এ সংসার,
যমরাজ তা'রে নাহি করিবে দর্শন
সেজন শমনজয়ী অতি সাধুজন ॥ ৪ ॥ ১৭০ ॥
দেখহ বিচিত্র ধরা রাজপথপ্রায়
সমাসক্ত নহে জ্ঞানী, মূর্খে শোক পায় ॥ ৫ ॥
প্রথমে প্রমত্ত থাকি' অপ্রমত্ত হ'লে
মেঘমুক্ত শশিসম জগৎ উজলে ॥ ৬ ॥
পূর্ব্বকৃত পাপ, পুণ্যে আবৃত হইলে,
মেঘমুক্ত শশিসম জগৎ উজলে ॥ ৭ ॥
ইহলোক হয় ঘোর অন্ধকারময়
অল্প লোক ভালরূপ দেখিবারে পায় ;
জালমুক্ত পক্ষী যথা স্বর্গপানে ধায়

জালামুক্ত অল্পলোক স্বরগেতে যায় ॥ ৮ ॥
সাধুরা আদিত্য-পথে করেন গ মন *
ঋদ্ধি দ্বারা করে লোক শূন্যে আরোহণ
দলবল সহ মারে করি পরাজয় †
ধীরগণ ধরা হ'তে শূন্যে নীত হয় ॥ ৯ ॥
উল্লঙ্ঘন ক'রেছে যে নীতিমাত্র সার
মিথ্যাবাদী, পরলোকে আস্থা নাই যা'র,
তাহার অকার্য্য পাপ নাহিক ধরায়
পাপীর অধম সেই জানিবে নিশ্চয় ॥ ১০ ॥

---

* এখানে মূলে "হংসগণ আদিত্য পথে যায়" এইরূপ আছে। আদিত্য পথের অর্থ (১) সূর্য্যের পথ বা শূন্যপথ এবং (২) স্বর্গের পথ, এই উভয়ই হইতে পারে। হংস শব্দের অর্থও পক্ষিবিশেষ এবং সাধুজন—এই উভয়ই হয়। অতএব উপরোক্ত পংক্তির দুই প্রকার অর্থ সম্ভব। এ স্থলে প্রকৃত অর্থ এই যে, হংসগণ যেরূপ শূন্যমার্গে উড্ডীন হয়, সাধুগণ ও সেইরূপ স্বর্গপথে বিচরণ করেন।

† প্রথম সর্গের সপ্তম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

দেবলোক নাহি পায় কৃপণ যেমন,
দানকার্য্যে প্রশংসা না করে মূর্খজন ;
দানের প্রশংসা হয় জ্ঞানীর সদন
তাই তিনি পরলোকে নিত্যসুখী হন ॥ ১১ ॥
পৃথিবীর ঐকরাজ্য, স্বরগ গমন
অথবা সকল লোকে প্রভুত্বস্থাপন
এ সব অপেক্ষা পুণ্যে যদি কোন নর
নির্ব্বাণের পথে ক্রমে হন অগ্রসর *
তাহার কার্য্যের ফল হয় মহত্তর
সকলে জানিবে ইহা ধরণী উপর ॥ ১২ ॥

---

* বৌদ্ধধর্ম্মে সাধন বিষয়ে চারিটী মার্গ আছে ঃ—(১) স্রোতাপত্তি অর্থাৎ স্রোতে আসিয়া পড়া বা নির্ব্বাণের পথ পাওয়া, (২) সকৃদাগামিত্ব অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে সংসারে দ্বিতীয়বার মাত্র জন্মলাভ করিতে হয়, তদধিক আর আসিতে হয় না। (৩) অনাগামিত্ব অর্থাৎ যে মার্গ লাভ করিলে সংসারের জন্ম জরা আর ভোগ করিতে হয় না এবং (৪) অর্হত্ত্ব বা নির্ব্বাণ। বর্ত্তমান শ্লোকে অর্থ এই যে নির্ব্বাণের পথে আসিতে পারিলে যে

চতুর্দ্দশ সর্গ—বুদ্ধবর্গ।

পারে না যাহায় জয় কেহ পরাজিতে
মহত্ত্ব যাহার কেহ পারে না লভিতে,
অনন্তগোচর বুদ্ধ বিশ্বচরাচরে
কেবা পারে কোন্ পথে ল'য়ে যেতে তারে ?॥১॥১৭৯

ইতস্ততঃ ল'য়ে যেতে ভ্রান্ত নরগণে
জাল পাতি থাকে তৃষ্ণা অতি সঙ্গোপনে ;
বিষাত্মিকা সেই তৃষ্ণা নাহিক যাহার
জগতে নাহিক যা'র মোহের বিকার
অনন্ত গোচর সেই বুদ্ধ চরাচরে
কেবা পারে কোন্ পথে ল'য়ে যেতে তারে ? ॥২॥১৮০

ধ্যানরত, বিজ্ঞ, ধীর, যিনি স্মৃতিমান,
বৈরাগ্য শান্তিতে যা'র দিবা অবসান,
তত্ত্বজ্ঞান যে নরের হ'য়েছে উদিত
সৌভাগ্য তাহার হয় দেবের বাঞ্ছিত ॥ ৩ ॥

ফল লাভ হয়, তদপেক্ষা পৃথিবীর ঐকরাজ্য বা একচ্ছত্রী রাজত্ব প্রধান নহে।

দুর্ল্লভ এ বিশ্বমাঝে মানব জনম
দুর্ল্লভ নশ্বর দেহে জীবন ধারণ
সুদুর্ল্লভ মানবের সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ
সুদুর্ল্লভ বুদ্ধদের * জনম গ্রহণ ॥ ৪ ॥

সর্ব্ববিধ পাপ-কার্য্য করহ বর্জ্জন
কুশল কর্ম্মের সদা কর আয়োজন
আপনার চিত্ত সদা নির্ম্মল করিবে
বুদ্ধদের এ শাসন নিশ্চিত জানিবে ॥ ৫ ॥

বুদ্ধেরা বলেন—ক্ষমা তপস্যা পরম,
তিতিক্ষা নির্ব্বাণ শ্রেষ্ঠ প্রধান ধরম ;
"ভিক্ষু" নাহি হ'তে পারে পরঘাতী জন
পরের পীড়নকারী না হয় শ্রমণ ॥ ৬ ॥

---

* এখানে বুদ্ধশব্দে শাক্যমুনি সিদ্ধার্থকে বুঝাইতেছে না ; যাঁহার বোধি জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহাকেই বুদ্ধ বলা যায় ॥ বুদ্ধগণ বলিলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে ।

ক'রোনা কাহারো নিন্দা, ক'রোনা প্রহার
সুদৃঢ় রাখিবে চিত্তে করি সদাচার,
ভোজনেতে মিতাচারী হইবে নিশ্চয়
শয়নে আসনে হবে সংযত ধরায় ॥
থাকে যেন যোগযুক্ত আপনার মন—
এ সকল বুদ্ধদের প্রধান শাসন ॥ ৭ ॥
অল্পস্বাদ, দুঃখকর বাসনা নিচয়
অর্থের বর্ষণে কভু তৃপ্ত নাহি হয় ;
এই তত্ত্ব স্পষ্টভাবে যেই জন জানে,
তাহাকে পণ্ডিত বলি সকলে বাখানে ॥ ৮ ॥
সুখদ হ'লেও কিন্তু দিব্য বাসনায়
বৌদ্ধ শ্রমণেরা কভু সুখ নাহি পায় ;
সংসারের তৃষ্ণাক্ষয় করিবার তরে
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সদা সুসাধনা করে ॥ ৯ ॥
পর্ব্বতে, উদ্যান বৃক্ষে, চৈত্যে কিম্বা বনে,
আশ্রয় শঙ্কিত জন লয় বহু স্থানে,—

উত্তম বা নিরাপদ আশ্রয় সে নয়,
সে আশ্রয়ে সর্ব্ব দুঃখে মুক্তি নাহি পায় ॥ ১০-১১॥
বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—এই তিনটি বিষয় *
সংসারে আসিয়া যিনি করেন আশ্রয় ;
(১) দুঃখ আছে, (২) আছে তা'র কারণ নিচয়
(৩) দুঃখ হ'তে মুক্তিলাভ অসম্ভব নয়,
(৪) প্রকৃষ্ট অষ্টাঙ্গমার্গ † মুক্তির সাধন—
এই চারি আর্য্য সত্য জানেন যেজন,
উত্তম ও নিরাপদ আশ্রয় তাঁহার
সর্ব্ব দুঃখ হ'তে তিনি লভেন নিস্তার ॥ ১২-১৪ ॥

---

* বুদ্ধ, তাঁহার ধর্ম্ম ও বৌদ্ধশ্রমণ এই তিনটিকে বৌদ্ধশাস্ত্রে ত্রিরত্ন বলে। বৌদ্ধগণ এই তিনটিরই আশ্রয় লন। হিন্দু-ধর্ম্মেও ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা আছে; খৃষ্টধর্ম্মেও এইরূপ Holy Trinity আছে।

† দৃষ্টি, সঙ্কল্প, বাক্য, ব্যবসায়, জীবিকা, ব্যায়াম, স্মৃতি ও সমাধি এই আটটি বিষয়ের সম্যক্ আচরণই অষ্টাঙ্গ মার্গ। এই অমুষ্টাঙ্গমার্গদ্বারাই ক্তিলাভ হয়।

দুর্ল্লভ বুদ্ধের মত পুরুষ প্রধান, *
সর্ব্বত্র হয় না জন্ম তাঁহার সমান
যে কুলে মহাত্মা হেন হন আবির্ভূত
পরম সৌভাগ্য তা'র হয় সম্বর্দ্ধিত ॥ ১৫ ॥
সুখকর বুদ্ধদের পবিত্র জনম,
উপদেশ তাহাদের সুখদ পরম,
সুখকর সঙ্ঘারাম-শান্তি মনোহর
শান্ত তাপসের তপঃ অতি সুখকর ॥ ১৬ ॥
শোক মোহ প্রপঞ্চাদি করি অতিক্রম
সকল বাসনা হ'তে মুক্ত যা'র মন,
পূজার্হ অকুতোভয় হেন বুদ্ধগণে
যেজন করেন পূজা ভক্তিগত প্রাণে,
ধন্য ধন্য সেইজন এ ঘোর মহীতে
তাহার পুণ্যের সংখ্যা কে পারে করিতে ? ॥ ১৭॥

---

* এস্থলেও বুদ্ধ বলিতে তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে বুঝাইতেছে।

পঞ্চদশ সর্গ—সুখবর্গ।

বৈরিগণ মধ্যে এস দ্বেষহীন হ'য়ে,
সংসারে বিচরি সুখে জীবন কাটা'য়ে ॥১॥১৯৭॥
আতুরের মধ্যে এস অনাতুর হ'য়ে,
সংসারে বিহরি সুখে জীবন কাটা'য়ে ॥২॥
আসক্তগণের মধ্যে অনাসক্ত হ'য়ে
সংসারে বিহরি সুখে জীবন কাটা'য়ে ॥৩॥
আমাদের নাহি কিছু জানিয়া নিশ্চিত
আমরা করিব সুখে জীবন অতীত,
আভাস্বর দেবগণ * আনন্দে মগন—
তেমতি আমরা সুখে যাপিব জীবন ॥৪॥২০০॥
জয় হ'তে বৈরিতার হয় উদ্ভাবন
পরাজিত করে দুঃখে জীবন যাপন ;

---

* বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার দেবগণের উল্লেখ আছে আভাস্বর দেবগণ এই চতুর্ব্বিংশতিশ্রেণীর অন্যতম।

সুখেতে শয়ন করে উপশান্ত জন—
জয় পরাজয় দুই করিয়া বর্জ্জন ॥৫॥
আসক্তির তুল্য নাই জ্বলন্ত অনল
দ্বেষের সমান পাপ অতীব বিরল।
পঞ্চস্কন্ধ সম দুঃখ নাহিক ধরায় *
শান্তির সমান সুখ নাহিক কোথায় ॥৬॥
লোভই পরম রোগ জানিও নিশ্চয়

---

* রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটিকে পঞ্চস্কন্ধ বলে। ইহারাই পুনর্জ্জন্মের কারণ বলিয়া উক্ত হয়। ইহাদের নাশ হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয়। প্রত্যেক মানবের এই পাঁচটি বিষয় আছে; রূপস্কন্ধ বলিতে দেহ বুঝায়, অপর চারিটি তাহারই অভ্যন্তরিক বৃত্তি। "According to Buddhists each sentient being consists of five khandas or aggregates, the organised body with its four internal capacities of sensation, perception, co ception and knowledge"—*Max Muller*. এই শ্লোকে কেহ কেহ পঞ্চস্কন্ধ বলিতে সমগ্র শরীরকে বুঝেন। চীনদেশীয় পুস্তকের অনুবাদে এস্থলে "শরীরই" আছে।

সংস্কার* পরম দুঃখ সর্ব্বজন কয়,
ইহাই যথার্থ জানি পণ্ডিত সুজন
লভেন পরম সুখ নির্ব্বাণ পরম ॥ ৭ ॥
স্বাস্থ্যই পরম লাভ সন্তোষ ধনের সার;
বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি † নির্ব্বাণ সুখের সার ॥ ৮ ॥
বিবেকের সুশান্তির মধুরত্ব সার
অনুভব করি তৃপ্ত মানস যাহার
নির্ভীক নিষ্পাপ তিনি যাপেন জীবন
ধর্ম্মরস মধুরতা করি আস্বাদন ॥ ৯ ॥
আর্য্যদের সন্দর্শন অতি শুভকর ‡
সহবাস তাহাদের সুখের আকর;

---

* এস্থলে সংস্কার শব্দে বাসনা বুঝাইতেছে। কেহ কেহ এস্থলে সংস্কার শব্দে উপরোক্ত পঞ্চস্কন্ধকেই বুঝেন।

† "The best kinsman is a man you can trust" —Childers.

‡ এখানে আর্য্য বলিতে পূজার্হ ব্যক্তিগণকে বুঝায়। ইংরাজীতে "the elect" বলিয়া ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে।

মূর্খগণে যদি কেহ না করে দর্শন
সর্ব্বদা সে সুখে কাল করয়ে হরণ ॥ ১০ ॥
যে ব্যক্তি মূর্খের সহ বিচরণ করে
দীর্ঘকাল হয় তা'র শোক করিবারে।
শত্রু সহ বাস যথা হয় দুঃখকর—
মূর্খের সহিত বাস তেমতি প্রকার;
আত্মীয়ের সহ বাস সুখদ যেমন
জ্ঞানীর সহিত বাস জানিবে তেমন ॥ ১১ ॥
ধীর, প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রবিদ্, ব্রতপরায়ণ
যন্ত্রণাসহিষ্ণু, আর্য্য, ধীমান্, সজ্জন—
হেনজন-অনুগামী হবে সর্ব্বক্ষণ—
চন্দ্রমা নক্ষত্র পথে * বিহরে যেমন ॥ ১২ ॥

---

* নির্ম্মল আকাশ পথ।

ষোড়শ সর্গ—প্রিয়বর্গ।

বৃথা অভিমানে নিজে হ'য়ে নিয়োজিত,
জ্ঞানের সন্ধানে রত নহে যা'র চিত, *
জীবনের সদুদ্দেশ্য করি পরিহার
প্রিয় বস্তু লাভে মতি ব্যাকুল যাহার,
আত্ম অনুরূপ দ্রব্য স্পৃহা হয় তা'র
জানে না সে যোগ ভিন্ন নাহিক নিস্তার ॥১॥
প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু যাহা দেখ ভবে
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কা'রো সঙ্গে না করিবে ;

---

* মূল গ্রন্থে যিনি অযোগে নিয়োজিত হইয়া যোগে নিয়োজিত হন না, তাহারই কথা বলা হইয়াছে। অযোগ বলিতে যাহাতে যুক্ত বা আসক্ত হওয়া উচিত নহে, অর্থাৎ তুচ্ছ পদার্থকে বুঝায়। যোগ বলিতে সার পদার্থ বা প্রজ্ঞাদিকে বুঝায়। ইংরাজীতে অযোগকে vanity দ্বারা এবং যোগকে "meditation" দ্বারা ভাষান্তরিত করা হইয়াছে।

প্রিয় অদর্শন কিম্বা—অপ্রিয়-দর্শন
উভয়ই সমভাবে দুঃখের কারণ ॥২॥২১০॥
কোন পদার্থকে তাই প্রিয় না ভাবিবে
প্রিয়পদার্থের নাশ অশুভ জানিবে।
প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু নাহিক যাহার,
সকল বন্ধন মুক্ত এ জীবন তা'র ॥৩॥
প্রিয় বস্তু হ'তে হয় শোকের উদয়,
।প্রয় বস্তু হ'তে হয় মানবের ভয়,
প্রিয় বস্তু হ'তে মুক্ত যেইজন হয়—
শোক কিম্বা ভয় তা'র নিকটে না যায় ॥৪॥
প্রেম হ'তে শোক হয়, প্রেম হ'তে ভয়,
প্রেম হ'তে মুক্ত হ'লে, শোক ভয় যায় ॥৫॥
রতি হ'তে শোক হয়, রতি হ'তে ভয়,
রতি হ'তে মুক্ত হ'লে, শোক ভয় যায় ॥৬॥
কাম হ'তে শোক হয়, কাম হ'তে ভয়,
কাম হ'তে মুক্ত হ'লে শোক ভয় যায় ॥৭॥

তৃষ্ণা হ'তে শোক হয়, তৃষ্ণা হ'তে ভয়,
তৃষ্ণা হ'তে মুক্ত হ'লে, শোকভয় যায় ॥৮॥
আত্মকর্ম্ম রত, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক প্রধান
সত্যবাদী সজ্জনেরে কর প্রিয় জ্ঞান ॥৯॥
লভিতে নির্ব্বাণ সাধ হ'য়েছে যাহার
প্রফুল্ল অন্তরে যিনি করেন বিহার,
কামনায় চিত্ত যা'র প্রতিবদ্ধ নয়
সুধীগণ সেই জনে "ঊর্দ্ধরেতাঃ" কয় ॥১০॥
প্রবাসে সুদীর্ঘ কাল করিয়া হরণ,
স্বদেশে মানব যবে করে আগমন,
জ্ঞাতিবন্ধু সুহৃদেরা যে থাকে যেখানে
অভ্যর্থনা করে তা'য় উন্মুক্ত পরাণে ॥১১॥
প্রত্যাগত প্রিয়জনে পাইলে যেমন,
জ্ঞাতিগণ করে তা'রে সাদরে গ্রহণ—
সেইরূপ পুণ্যকর্ম্ম এ জন্মে সঞ্চিত
পরলোকে মানবেরে করে অভ্যর্থিত ॥১২॥২২০॥

সপ্তদশ সর্গ—ক্রোধ বর্গ।

ছাড় ক্রোধ হে মানব ! ছাড় অভিমান,
অতিক্রম কর ভবে সকল বন্ধন ;
নাম আর রূপে যেই অনাসক্ত রয় *
অকিঞ্চন সেজনের দুঃখ নাহি হয়॥১॥২২১॥
সংসারে সঞ্জাত ক্রোধে বলে যেইজন
ধাবমান রথ প্রায় করয়ে ধারণ—
প্রকৃত সারথি বলি' তা'র সমাদর
রশ্মিধারী মাত্র হয় সারথি অপর॥২॥ †
ক্রোধকে করিবে জয় অক্রোধের বলে,
অসাধুকে কর জয় সাধুতার ফলে,

---

* এখানে নাম ও রূপ এই দুইশব্দ দ্বারা সমগ্র বাহ্যজগৎ বা অভিব্যক্ত জগৎকে বুঝাইতেছে। অকিঞ্চন ও অনাসক্ত একই অর্থবোধক।

† রশ্মি—লাগাম। অন্য লোকে শুধু রশ্মিই ধারণ করে, কিন্তু তিনিই প্রকৃত চালক বা সারথি।

ধন দান করি জয় করিবে কৃপণে
সত্যদ্বারা কর জয় মিথ্যাবাদী জনে ॥৩॥ *
করিও না ক্রোধ, সদা কহ সত্যবাণী
অল্প পদার্থও যদি চাহে কোন প্রাণী
যাচ্ঞা মাত্র তা'রে তাহা করিবে প্রদান,—
এ তিন উপায়ে পাবে দেবলোকে স্থান ॥৪॥
হিংসা না করেন কা'রো যেই মুনিগণ
জীবন সংযত দেহে করেন যাপন,
গমন করেন তাঁ'রা শাশ্বত সে স্থানে
যে দেশে শোকের বার্ত্তা কেহ নাহি জানে ॥৫॥

---

* একটি শ্লোকে এরূপ কতকগুলি মহানীতির সারসংগ্রহ অতীব বিরল। ভারতবর্ষে এ মহানীতি নূতন নহে; হিন্দুদিগের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকল নীতি নানা ভাবে নানা সময়ে গীত হইয়াছে। মহাভারতে আছে "অসাধুং সাধুনা জয়েৎ" ইত্যাদি। এইরূপ উদারনীতি পূর্ণ শ্লোক ভারতবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হওয়া উচিত।

সতত সতর্ক যাঁ'রা থাকেন ধরায়
যাঁহাদের দিবানিশি শিক্ষালাভে যায়,
নির্ব্বাণ লাভের তরে যাঁ'দের প্রয়াস
তাঁ'দের সকল দোষ পাইবে বিনাশ ॥৬॥
মৌনী, অল্পভাষী কিম্বা বহুভাষী জনে
নিন্দা করে সমভাবে লোকে সর্ব্বক্ষণে,
আনন্দিত কোন লোক নাহিক ধরায়—
অতুল* এ পুরা বাক্য অন্তকার নয় ॥৭॥
একান্ত নিন্দিত কিম্বা একান্ত বন্দিত
ছিল না, হবে না কেহ, নাহি অবস্থিত ॥৮॥
বিজ্ঞ যদি প্রতিদিন বিচার করিয়া,
নিষ্পাপ, মেধাবী, প্রাজ্ঞ সজ্জন বলিয়া—

* কেহ কেহ বলেন "অতুল" বুদ্ধের জনৈক শিষ্যের নাম; বুদ্ধ তাহাকে সম্বোধন করিয়াই এই শ্লোক বলিতেছেন। বস্তুতঃ এখানে "অতুল" শব্দ "অনুপম"—অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। See Max Muller's Dhammapada, Sacred Books of the East Vol. X.

প্রশংসা করেন কা'রো, কেহ সেই নরে
সুবর্ণ নিষ্কের মত নিন্দা নাহি করে ; *
প্রশংসা করেন সদা তা'রে দেবগণ †
ব্রহ্মার নিকটে তিনি প্রশংসিত হন ॥৯-১০॥২৩০॥
দেহের প্রকোপ যত করিবে বারণ ;
সংযত শরীরে কাল করিবে হরণ ;
দেহের দুষ্কার্য্য যত করিয়া বর্জ্জন,
তদ্দ্বারা সৎকর্ম্ম সব করিবে সাধন ॥১১॥
বাক্যের প্রকোপ যত কর নিবারণ :
বাক্যেতে সংযতভাবে রহ সর্ব্বক্ষণ ;

---

* একপ্রকার সুবর্ণমুদ্রাকে নিষ্ক বলে। "চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কঃ" অর্থাৎ চারিটি সুবর্ণমুদ্রায় এক নিষ্ক হয়। কিন্তু চাইল্ডার্স সাহেব অন্যরূপ বলিয়াছেন :—"A weight of gold equal to five suvannas"—Childers' Dictionary, p. 283.

† দ্বাদশসর্গের ৪র্থ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাক্যগত অপকার্য্য করিয়া বর্জ্জন,
তদ্দ্বারা সৎকর্ম্ম সব করিবে সাধন ॥১২॥
মনের প্রকোপ যত করিবে বারণ ;
মনকে সংযতভাবে রাখ সর্ব্বক্ষণ ;
মনের দুষ্ক্রিয়া যত করিয়া বর্জ্জন,
তদ্দ্বারা সৎকর্ম্ম সব করিবে সাধন ॥১৩॥
কায়মনোবাক্যে যা'রা সংযত সতত—
সেই ধীর ব্যক্তিগণ সত্য সুসংযত ॥১৪॥

অষ্টাদশ সর্গ—মলবর্গ ।

সম্প্রতি রয়েছ তুমি জীর্ণপত্র প্রায়,
উপস্থিত যমদূত লইতে তোমায় ;
আছ দাঁড়াইয়া তুমি গমনের দ্বারে
পাথেয় কিছুই নাই তোমার ভাণ্ডারে ॥১॥২৩৫॥

আপনাকে কর দীপ্ত প্রদীপের প্রায় *
হও সুপণ্ডিত, কর উদ্যোগ ত্বরায় ; †
হইবে নির্ধূতমল নির্দ্দোষ যখন
দিব্য আর্য্যলোকে তুমি করিবে গমন ॥২॥
উপনীত হইয়াছ বার্দ্ধক্যে এখন
উপনীত হইয়াছ যমের সদন
নাহিক আশ্রয় স্থান পথের ভিতরে
পথের সম্বল কিছু নাহিক ভাণ্ডারে ॥৩॥
আপনাকে কর দীপ্ত প্রদীপের প্রায়
সুপণ্ডিত হও, কর উদ্যোগ ত্বরায়,
হইবে নির্ধূতমল, নির্দ্দোষ যখন
জন্ম জরা প্রাপ্তি তব না হবে কখন ॥৪॥২৩৮॥

---

* স্বয়ং বুদ্ধের একটি নাম—দীপঙ্কর অর্থাৎ যিনি অন্যকে প্রদীপ্ত করেন।

† এখানে "উদ্যোগ কর" না বলিয়া কেহ কেহ "প্রয়াণ (depart) কর" বলিয়া অনুবাদ করেন।

রজতের মলা দূর করে কর্ম্মকার,
সেরূপ মেধাবী জন মলা আপনার
ক্ষণে ক্ষণে অল্পে অল্পে করি বিদূরিত,
নির্দ্দোষ নির্ধূতমল হন সুপণ্ডিত ॥৫॥
লৌহ হ'তে জাত মলা লৌহে নাশ করে,
লোকের কুকার্য্য তা'র দুর্গতির তরে ॥৬॥২৪০॥
মন্ত্রের প্রকৃত মলা অনাবৃত্তি তা'র,
লোকের গৃহের মলা হয় অসংস্কার,
মানব দেহের মলা আলস্য অসার,
রক্ষকের মলা হয় প্রমাদ তাহার * ॥৭॥
স্ত্রীলোকের মলা হয় চরিত্র বিকার,
মাৎসর্য্য নিকৃষ্ট মলা জানিবে দাতার ;
ইহলোক পরলোক,—যেখানেই হয়,
পাপধর্ম্ম ঘোর মলা জানিবে নিশ্চয় ॥৮॥ †

---

* প্রমাদ = অনবধানতা, Carelessness। রক্ষক বা চৌকিদার সতত সতর্ক না হইলে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না।

† পাপধর্ম্ম = দুষ্টস্বভাব।

এ সব অপেক্ষা আছে আরও ঘৃণিত
অবিদ্যা * নিকৃষ্ট মলা জানিবে নিশ্চিত ;
ভিক্ষুগণ ! এই মলা করিয়া বর্জ্জন,
নির্ম্মল পবিত্র শুদ্ধ হও সর্ব্বক্ষণ ॥৯॥
নির্লজ্জ অহিত-কারী ভীরু দুরাচার
অসংসাহসিক আর প্রগল্‌ভ যে নর,
অদ্ভুত সংসারে তা'র নাহি বিড়ম্বন
স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায় তাহার জীবন ॥১০॥
লজ্জাশীল, নিত্যশৌচী জ্ঞানপরায়ণ
অপ্রগল্‌ভ শুদ্ধাচারী নির্লিপ্ত যেজন,
অতি কষ্টে গত হয় জীবন তাহার
আশ্চর্য্য ভবের লীলা কি বলিব আর ! ॥১১॥
প্রাণনাশ করে কিম্বা মিথ্যা কথা কয়
না চাহিয়া পর দ্রব্য যেইজন লয়

* চীনদেশীয় গ্রন্থে এস্থলে "মোহ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পরদারে উপরত সুরাসেবী জন
নিজেই নিজের হয় ধ্বংসের কারণ ॥১২-১৩॥
এবম্বিধ অসংযত যেই জন হায়!
হে মানব! পাপাচারী জানিবে তাহায়;
লোভ বা অধর্ম্ম হ'তে হও সাবধান
দেখিও তাহারা যেন না করে বন্ধন ॥১৪॥
যথাসাধ্য যথেচ্ছায় লোকে করে দান।
অপরের পানাহার দেখিয়া যেজন,
ক্রুদ্ধ হ'য়ে দুঃখবোধ করে অনুক্ষণ
দিবানিশি শান্তি নাহি পায় সে কখন ॥১৫॥
ক্রোধভাব উৎপাটিত সমূলে যাহার
পরম শান্তিতে যায় দিবা নিশি তা'র ॥১৬॥২৫০
আসক্তির তুল্য নাই বিষম অনল,
দ্বেষ সম নাহি হিংস্র গ্রাহ মহাবল;
মোহের সমান জাল কে করে বিস্তার?
বেগবতী নদী কোথা, তৃষ্ণা যে প্রকার? ॥১৭॥

অতি শীঘ্র পরদোষ স্পষ্ট দেখা যায়,
আপনার দোষ কেহ দেখিতে না পায় ;
ভুষি যথা ধুনাইয়া বেশী করা যায়
চেষ্টা করি পরদোষ তেমতি বাড়ায় ;
শঠ করে ক্রীড়কের পাশক হরণ
নিজদোষ তেম্নি লোকে করয়ে গোপন ॥১৮॥
যেজন পরের ছিদ্র করে অন্বেষণ
অথচ ক্রোধের বাধ্য সদা যার মন,
তাহার সকল দোষ হয় সম্বর্দ্ধিত
দোষক্ষয় হ'তে সেই দূরে অবস্থিত ॥১৯॥
আকাশে নাহিক পথ করিতে গমন *
বাহ্যকর্ম্মে কোন লোক না হয় শ্রমণ।

---

* মূলগ্রন্থে "আকাশে পথ নাই, বাহিরে শ্রমণ নাই" এইরূপ আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট অর্থবোধ হওয়া দুষ্কর। বুদ্ধঘোষ "বাহিরে" শব্দ "বুদ্ধের শাসনের বাহিরে" (outside the Buddhist community) এই অর্থে গ্রহণ করেন। ফজ্‌বোল বেবর ও আল উইস্ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে

সাধারণ লোকে সবে প্রপঞ্চে মোহিত
বুদ্ধগণ কভু তাহে নহে বশীভূত ॥২০॥
আকাশে নাহিক পথ করিতে গমন
বাহ্যকর্ম্মে কোন লোক না হয় শ্রমণ ;
সংস্কার সকল নহে নিত্য বর্ত্তমান
বুদ্ধগণ কভু নাহি বিচলিত হন ॥২১॥

ঊনবিংশ সর্গ—ধর্ম্মস্থবর্গ।

বলক্রমে যদি কেহ কা'রো অর্থ * লয়
সেজন ধার্ম্মিক বলি' কথিত না হয় ;

সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া পড়ে। সম্ভবতঃ সেরূপ সাম্প্রদায়িকতা তথাগতের উদ্দেশ্য ছিল না। এইজন্য পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর "বাহিরে" শব্দ "বাহ্য অর্থাৎ যাহা আধ্যাত্মিক নহে"—এই অর্থে গ্রহণ করেন। "A Samana is not a Samana by outward acts, but by his heart." শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই ঃ—আকাশে যেমন চলিবার পথ নাই, তেমনি বাহিরের হাব ভাবে শ্রমণত্ব প্রকাশ পায় না।

* অর্থ=পদার্থ।

অর্থ বা অনর্থ যাঁ'র উভয় সমান
সেজন পণ্ডিতরূপে পান শ্রেষ্ঠস্থান ॥১॥
বলের প্রয়োগ কভু না করি যেজন
ন্যায়ধর্ম্ম বলে পরে করেন চালন,
ধর্ম্মেতে রক্ষিত সেই মেধাবী পণ্ডিত
ধর্ম্মস্থ * বলিয়া সদা হন সুবিদিত ॥২॥
বহুবাক্য বলিলেই পণ্ডিত না হয় ;
(অনায়াসে কেহ কভু পাণ্ডিত্য না পায়)—
হিতকারী, দ্বেষহীন, নির্ভীক যে নর
পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি নর-লোকে তা'র ॥৩॥
যাবত সংসারে কেহ বহু বাক্য কয়
ততদিন ধর্ম্মরক্ষা তাহার না হয় ;

---

† ধর্ম্মস্থ=ধার্ম্মিক। মোক্ষমূলর ও বীল উভয়ই ধর্ম্মস্থ শব্দ "ন্যায়পর" (just) অর্থে বুঝিয়াছেন। "Firmly holding by the law."

অল্পমাত্র ধর্ম্ম কথা করিয়া শ্রবণ
সেই মত কার্য্য যিনি করেন সাধন,
ধর্ম্মের পালক ভবে তিনিই নিশ্চয়
তাহার ধর্ম্মেতে কভু প্রমাদ না হয় ॥৪॥
মস্তক পলিত কেশে যা'র সমাবৃত
তিনিই স্থবির * বলি না হন কথিত।
বয়স হ'য়েছে বটে পরিপক্ক তা'র
তাই তিনি "বৃথা বৃদ্ধ" বলিয়া প্রচার ॥৫॥২৬০॥
আছে সত্য, দম, ধর্ম্ম, অহিংসা যাহার
নির্ম্মল সে ধীর জন স্থবিরে প্রচার ॥৬॥
মাৎসর্য্য শঠতা ঈর্ষা পূর্ণ যেইজন
বাক্যে কিম্বা রূপে সাধু সে নহে কখন ॥৭॥
এ সকল সমুচ্ছিন্ন যাহার সমূলে,
নির্দ্দোষ সে মেধাবীকে 'সাধু' সবে বলে ॥৮॥

---

* বৌদ্ধভিক্ষুর অন্য নাম স্থবির।

মিথ্যাবাদী, ব্রতহীন হয় যেইজন
মস্তক মুণ্ডন করি না হয় শ্রমণ ;
লোভ বা কামনা যা'র হয় নাই গত,
কিরূপে শ্রমণবলি' হ'বে সে কথিত ! ॥৯॥
ছোট বড় পাপ যত করে যে বর্জ্জন
পাপের শমতা হেতু সে হয় শ্রমণ ॥১০॥
পরদ্বারে ভিক্ষা করি ভিক্ষু নাহি হয়
ভিক্ষু সে, সমগ্রধর্ম্মে যাহার আশ্রয় ॥১১॥
ইহলোকে পুণ্য পাপ করি অতিক্রম
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রত হয় সেইজন,
জ্ঞানের সন্ধানে সদা করি বিচরণ
ভিক্ষু নামে সেইজন সমাখ্যাত হন ॥১২॥
অতিমূঢ় অবিদ্বান যেইজন হয়
মৌনী হ'লে লোকে তা'রে 'মুনি' নাহি কয় ।
যে পণ্ডিত তুলাদণ্ড করিয়া ধারণ
পাপ ত্যজি সার যাহা করয়ে গ্রহণ,

বিচার করিয়া কার্য্য সাধন যে করে,
উভয় লোকেতে লোকে মুনি বলে তা'রে॥১৩-১৪॥
জীব হিংসা করি লোকে "আর্য্য" নাহি হয়,
সর্ব্বজীবে অহিংসায় আর্য্য নাম পায়॥১৫॥*(২৭০)
সুশীলতা, ব্রতাচার, শাস্ত্র অধ্যয়নে
সমাধির লাভে কিম্বা একাকী শয়নে
পবিত্র নৈষ্ক্রম্য সুখ † না পায় কখন—
আস্বাদ না পায় যা'র মূর্খ কদাচন॥

---

* এস্থলে ভিক্ষু, মুনি ও আর্য্য প্রভৃতি শব্দের যে সকল অদ্ভুত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ভিক্ষু শব্দে প্রকৃত পক্ষে যে বৌদ্ধ শ্রমণ গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভিক্ষার উপরই জীবিকার জন্য নির্ভর করেন, তাহাকেই বুঝায়। জ্ঞানী ব্যক্তিই মুনি ; শাক্যমুনি শব্দের মধ্যে মুনি শব্দ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। "আর্য্য" শব্দের অর্থ "সম্মানার্হ" ; সুতরাং যিনি ধর্ম্ম-জীবন গ্রহণ করেন তিনিই আর্য্য। [See "Sacred Books of the East" Vol. X p. 65.]

† পরিত্রাণজনিত সুখ।

যাবৎ দোষের তব ক্ষয় না হইবে
তাবৎ নিশ্চিন্তভাবে কভু না রহিবে ॥১৬-১৭॥

বিংশতিতম সর্গ—মার্গবর্গ।

মার্গের ভিতর শ্রেষ্ঠ অষ্টাঙ্গিক হয়, *
সত্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় বাক্য চতুষ্টয়
ধর্ম্মের ভিতরে শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য প্রধান
মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় চক্ষুষ্মান্ ॥১॥

পবিত্র অষ্টাঙ্গ মার্গ ধর সবে তাই,
জ্ঞানের বিশুদ্ধি তরে অন্যপথ নাই।
এ মার্গে মারের মোহ ছিন্ন ভিন্ন হয়,
সর্ব্বজনে এই পথ কর সমাশ্রয় ॥২॥

---

* অষ্টবিধ নিয়ম সঙ্কলিত যে মার্গ দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহারই নাম অষ্টাঙ্গ মার্গ। এই অষ্টাঙ্গের নাম:—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। চারিটি সত্য বা সত্য-সূচক বাক্যচতুষ্টয় এই:—(১) দুঃখ, (২) সমুদয় (দুঃখের উৎপত্তি), (১) নিরোধ (দুঃখের নিরোধ) এবং (৪) মার্গ (নির্ব্বাণের পথ)।

এই পথ ধরি ক্রমে পারিলে চলিতে,
সংসারে দুঃখের অন্ত পারিবে করিতে।
শোক শল্য পূর্ণ ধরা করিয়া বিচার,
করিয়াছি এ মার্গের ব্যবস্থা প্রচার ॥৩॥ *
বুদ্ধগণ দিয়াছেন ধর্ম্ম উপদেশ,
তোমাকে করিতে হ'বে উদ্যম বিশেষ।
পথপ্রাপ্ত ধ্যানরত যে মানব হয়
মারের বন্ধন হ'তে সেই মুক্তি পায় ॥৪॥
সংস্কার অনিত্য সব,—একথা যখন †
সম্যক্ জ্ঞানেতে কেহ করয়ে দর্শন,
সর্ব্বদুঃখে বিনির্ম্মুক্ত সেই জন হয়,
বিশুদ্ধির এই মার্গ জানিবে নিশ্চয় ॥৫॥
সংস্কার সকল হয় দুঃখের আকর—
একথা সম্যক্‌জ্ঞানে বুঝে যেই নর

---

* বুদ্ধদেব স্বয়ং শোকশল্যহর্ত্তা নামে অভিহিত হন।

† এখানে সংস্কার ও সঙ্কল্প একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রূপ বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সর্ব্বদুঃখে বিনির্ম্মুক্ত সেই নর হয়
বিশুদ্ধির এই মার্গ জানিবে নিশ্চয় ॥৬॥
সকল পদার্থ * ভবে অনাত্ম সবার—
যেজন বুঝিবে জ্ঞানে এই তত্ত্ব সার
সর্ব্বদুঃখে বিনির্ম্মুক্ত সেই জন হয়,
বিশুদ্ধিলাভের এই সুপথ নিশ্চয় ॥৭॥
উত্থানের কালে যেই না করে উত্থান
হইয়া যুবা ও বলী, অলস প্রধান
অবসন্ন চিত্ত যার সংকল্প বিহীন,
স্ফূর্ত্তিহীন ভাবে যায় জীবনের দিন,
এ হেন নির্ব্বীর্য্য আর অলস যে জন
জ্ঞানমার্গ লাভ নাহি করে কদাচন ॥৮॥২৮০॥
বাক্য আর চিত্তে সদা সংযত রাখিবে,
অপবিত্র কার্য্য কোন দেহে না করিবে,—

* মূলে "ধর্ম্ম" শব্দ আছে, উহা এস্থলে পদার্থবোধক। ১ম সর্গের ১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই তিন কর্ম্মপথ বিশুদ্ধ রাখিবে
ঋষি প্রদর্শিত মার্গে ভ্রমণ করিবে ॥৯॥
মনের সংযোগ হ'তে জ্ঞান লাভ হয়,
অযোগ * হইতে জ্ঞান ক্রমে পায় ক্ষয় ;
লাভালাভ বিষয়ের এই পথদ্বয়
সম্যক্ বুঝিয়া কার্য্য করিবে নিশ্চয় ;
হেনভাবে নিবেশিত চিত্তকে করিবে
যাহাতে তোমার জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে ॥১০॥
কামনার বনভাগ করহ ছেদন
সদ্বৃত্তি পাদপ কিন্তু ক'রোনা কর্ত্তন।
বন হইতে ভয় জন্মে ওহে ভিক্ষুগণ !
বন উপবন সব করিয়া ছেদন
বনহীন হ'য়ে লভহ নির্ব্বাণ ॥১১॥ †

---

* চিত্তের স্থৈর্য্যই যোগের লক্ষণ। চিত্তকে বিষয় সমূহ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া একাগ্র করাই যোগ। এবং চিত্তের অস্থিরতা বা অনবধানতাই অযোগ।

† একটি বিখ্যাত শ্লোক। বনকে ছেদন কর, কিন্তু বৃক্ষকে

স্ত্রীলোকে আসক্তিশূন্য যাবত না হয়
তাবৎ মানবগণ বদ্ধচিত্ত রয় ;—
স্তন্যপায়ী বৎস যথা গাভী পানে চায়,
তেমতি মানব মতি আকৃষ্ট মায়ায় ॥১২॥

ছেদন করিও না। প্রবৃত্তি সকল দ্বারা প্রণোদিত হইলে সংসারে যে অত্যাসক্তি এবং তজ্জনিত দুঃখ হয়, তাহাই বন বা উপক্লেশ। এবং পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মার্জ্জিত যে অভ্যাসক্তি তাহাকেই বন ও উপবন বলা হইয়াছে। বৃক্ষ বলিতে চিত্ত বৃত্তিকে বুঝায়। কামনার বন ধ্বংস কর, কিন্তু চিত্তবৃত্তি ধ্বংস করিও না ; বৃত্তির ধ্বংস না করিয়া, তাহার অপব্যবহার নিবারণ কর—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ এস্থলে নির্ব্বাণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগতা অর্থ লইয়া আলোচনা হইয়াছে ; যাহাতে বান বা অভিলাষ নাই, তাহাই নির্ব্বাণ, অর্থাৎ সমস্ত অভিলাষ ত্যাগ করিলে নির্ব্বাণ লাভ হয় এবং নির্ব্বাণ লাভ হইলে কোন অভিলাষ থাকে না। বনকে অভিলাষ বা কামনার সমষ্টি স্বরূপ ধরিয়া বলা হইয়াছে যে বনহীন বা নির্ব্বণ হইলে নির্ব্বাণ পাইবে। নির্ব্বণ ও নির্ব্বাণ এই দুইটি শব্দার্থে শ্লেষ হইয়াছে। মোক্ষমূলরের অনুবাদে আছে "cut down the whole forest (of lust) not a tree only" অর্থাৎ একটি বৃক্ষ নয়, সমস্ত বৃক্ষরাজি সমন্বিত বনভূমিকে ধ্বংস কর। কিন্তু এইরূপ অর্থই শ্লোকের উদ্দেশ্য কিনা সন্দেহ স্থল।

শারদ-কুমুদ সম আত্ম-অনুরাগ
স্বহস্তে ছেদন করি ফেলহ সত্বর ;
উন্মুক্ত নির্ব্বাণপথ বুদ্ধের কৃপায়
সেই দিব্য শান্তিমার্গে হও অগ্রসর ॥১৩॥

ইহলোকে বর্ষাকালে থাকিব জীবিত
হেমন্তে বা গ্রীষ্মে দিন হইবে যাপিত—
মূর্খগণ এ চিন্তায় সদা ব্যস্ত রয়
বুঝেনা আছয়ে তায় কত অন্তরায় ॥১৪॥

পুত্র ধন জনে * মতি ব্যাসক্ত যাহার
শমনের হাতে তা'র নাহিক নিস্তার ;

---

* মূলে "পুত্র ও পশুতে আসক্ত"—এইরূপ আছে। সে স্থলে পুত্র শব্দ দ্বারা পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন এবং "পশু" শব্দে ধন সম্পত্তি বুঝাইতেছে। অতি প্রাচীনকালে পশুই মানুষের অর্থ ছিল ; তখন মুদ্রার প্রচলন ছিল না। পরস্পরের প্রয়োজনানুসারে যে সকল দ্রব্যের বিনিময় হইত, পশু দ্বারাই তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। এইরূপে পশু হইতে pecus ও pecuniary শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকে সম্ভবতঃ "পশু" শব্দ এইরূপেই "সম্পদ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহাবন্যা সুপ্ত বনে করয়ে প্লাবন
তেমতি অলক্ষ্যে যম করে আক্রমণ ॥১৫॥
পুত্র বলো, পিতা বলো, কিম্বা বন্ধুগণ
কেহই করিতে ত্রাণ পারে না কখন ;
যাহাকে করাল কাল করয়ে গ্রহণ
সাধ্য কি তাহাকে ত্রাণ করে জ্ঞাতিগণ ? ॥১৬॥
যেজন পণ্ডিত আর যেজন নিয়ত
পরিশুদ্ধি চতুষ্টয় শীলে সংরক্ষিত, *
সেজন অষ্টাঙ্গ মার্গে করিবে আশ্রয়
নির্ব্বাণ প্রাপ্তির যাহা প্রকৃষ্ট উপায় ॥১৭॥

একবিংশতিতম সর্গ—প্রকীর্ণক বর্গ †

জ্ঞানী যদি হীন সুখ করিয়া বর্জ্জন
বারেক পরম সুখ করেন দর্শন

---

* প্রথম সর্গের দশম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† প্রকীর্ণক = বিবিধ বিষয়ক, miscellaneous.

ত্যাজিয়া সামান্য সুখ তাহ'লে নিশ্চয়
বিপুল নির্ব্বাণ সুখ করেন আশ্রয় ॥১॥২৯০॥
পরজনে দুঃখ দিতে আত্মসুখ তরে
এ সংসারে যেই জন অভিলাষ করে,
সংস্পৃষ্ট হইয়া সেই বৈরসংসর্গেতে
মুক্তি নাহি পায় কভু বৈরিতা হইতে ॥২॥
যদ্যপি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি পরিহার,
অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কেহ করেন আচার,
অহঙ্কার প্রমত্ততা পূর্ণ চিত্ত যা'র
অসাধুতা দিন দিন বৃদ্ধি পায় তা'র ॥৩॥
কায়গত স্মৃতি * যা'র হয় সমাহিত
অকর্ত্তব্য ত্যজি যিনি কর্ত্তব্যে নিরত
স্মৃতিমান্ জ্ঞানী হেন যে জন পণ্ডিত
পাপ তা'র ক্রমে ক্রমে হয় অস্তমিত ॥৪॥

---

* দেহ ও দেহ যাহা দ্বারা গঠিত সেই সকল উপাদান সম্বন্ধে চিন্তা।

মাতা পিতা আর দুই ক্ষত্রিয় রাজারে
যেই জন নিহনন করে একবারে
বিনাশ করিয়া আর রাজ্য সানুচর
নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ সেই করয়ে বিহার ॥৫॥ *
মাতা পিতা আর দুই ব্রাহ্মণ রাজারে
হনন করিয়া আর ব্যাঘ্র পঞ্চকেরে
ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ ভাবে বিচরণ করে ॥৬॥ †

---

* বুদ্ধঘোষের টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা আছে ঃ—মাতা=তৃষ্ণা পিতা=অহঙ্কার, দুইটি ক্ষত্রিয় রাজা (two valiant kings) =দুইটি বিরোধী মত (১) শাশ্বত দৃষ্টি অর্থাৎ সকল পদার্থই অনাদি এবং অনন্ত এই মত এবং (২) উচ্ছেদ দৃষ্টি অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে জীবের বিনাশ বিষয়ক মত। সানুচর রাজ্য=চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও ধর্ম্ম এই দ্বাদশ আয়তনকে ভবরাজ্যের অনুচর বলে। ইহাদের বিনাশ না হইলে নির্ব্বাণ হয় না। See the Explanati n given by D'Alwis and লঙ্কাবতার সূত্র quoted by Beal.

† পাঁচটি ব্যাঘ্র—কাম, অহঙ্কার, হিংসা, আলস্য ও সন্দেহ—ধর্ম্মজীবনের এই পঞ্চবিধ অন্তরায় এস্থলে পাঁচটি ব্যাঘ্র (the tigers of obstruction against final beatitude) নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। চাইল্ডর্স সাহেব বলেন :—"In my judge-

বুদ্ধশিষ্য দিবানিশি যিনি অনুক্ষণ
বুদ্ধগত স্মৃতি ল'য়ে করেন যাপন,
জাগ্রত উত্তমরূপে এ ভবে সেজন ॥৭॥

---

ment this verse is intended to express in a terrible manner the Buddhist doctrine that the Arhat can not commit a serious sin" অর্থাৎ এইস্থলে অতিশয় দৃঢ়-ভাবে এই বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছে যে কোন অর্হৎ কোন প্রকার ভীষণ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। মোক্ষমুলর এরূপও মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্রকৃত সাধু ব্যক্তি কোন পাপ করিলেও তিনি পাপযুক্ত হন না—ইহাই এই দুইটি শ্লোকের তাৎপর্য্য। কিন্তু আমরা লঙ্কাবতার সূত্রের তৃতীয় সর্গে যে গল্প বর্ণিত দেখিতে পাই তাহাতে মহামতি বোধিসত্ত্ব যখন বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে সাধু ব্যক্তি যদি মহাপাপে লিপ্ত হন তবে তাঁহাকে নরকে পতিত না হইবার কি কথা আছে? সেই কথার উত্তর দিতে গিয়া এরূপ কোন কথা বলেন নাই যদ্দারা বুঝিতে হইবে যে সাধু ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করিলেও নির্দ্দোষ থাকেন। সেই স্থলেই সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে পিতা মাতা বলিতে তৃষ্ণা ও অহঙ্কারকে বুঝাইতেছে। See Beal's Introduction to Chinese Dhammapadam p. 7.

বুদ্ধশিষ্য দিবানিশি যিনি অনুক্ষণ
ধর্ম্মগত স্মৃতি ল'য়ে করেন যাপন,
প্রবুদ্ধ প্রকৃষ্টরূপে এ ভবে সেজন ॥৮॥
যুদ্ধশিষ্য দিবানিশি যিনি অনুক্ষণ
সঙ্ঘারাম-স্মৃতি লয়ে করেন চিন্তন,
প্রকৃত জাগ্রত ভবে হয় সেইজন ॥৯॥
যে সব গৌতমশিষ্য ভবে সর্ব্বক্ষণ
কায়গত স্মৃতি লয়ে করেন চিন্তন
এ ভবে জাগ্রত সত্য হয় সেই জন ॥১০॥
গৌতমের যেই শিষ্য দিবসে নিশায়
সম্যক্ নিরত র'ন সদা অহিংসায়,
জাগ্রত বলিয়া সত্য জানিবে তাহায় ॥১১॥৩০০।
যেই বুদ্ধশিষ্য সদা ভাবনায় রত
ধ্যানপরায়ণ শিষ্য সেই ত জাগ্রত ॥১২॥
অপূত প্রব্রজ্যা হয় নিরানন্দ ময়
মনঃকষ্টে গৃহে বাস দুঃখের বিষয় ;

সংসারে যাহারা তব সমকক্ষ নয়
সহবাস দুঃখকর তা'দের নিশ্চয় ;
দুঃখের অধীন সদা পর্য্যাটক যত ;
দীর্ঘ পর্য্যটন দুঃখে হয়ো না পতিত ॥১৩॥
শ্রদ্ধাবান্ সচ্চরিত্র যেই নরবর,
যশোভোগে সমর্পিত জীবন যাঁহার,
যখন যে দেশে তিনি করেন গমন
সর্ব্বত্র সকলে তা'র করয়ে পূজন ॥১৪॥
তুষার মণ্ডিত শুভ্র পর্ব্বতের মত
সাধুগণ দূর হ'তে হন প্রকাশিত ;
নিশায় নিক্ষিপ্ত শর যথা অলক্ষিত
দুষ্টজন সেইরূপ নহে প্রকাশিত ॥১৫॥
একাসনে উপবিষ্ট হন যেইজন,
একাকী শয়নে যিনি করেন শয়ন,
করেন আলস্য ত্যজি একাকী ভ্রমণ,

সতত আত্মাকে তিনি করিয়া দমন
তৃষ্ণান্তে * পরম প্রীতি করেন অর্জ্জন ॥১৬॥

দ্বাবিংশতিতম সর্গ—নিরয় বর্গ।

অসত্যবাদীর গতি নরকেতে হয়;
কোন কার্য্য করি যেই পাইয়া সময়,
"করি নাই" বলি শেষে করয়ে প্রচার
নরকের হাতে তা'র নাহিক নিস্তার;
হীনকর্ম্মা এই দুই নর দুরাশয়
পরজন্মে সমগতি পাইবে নিশ্চয় ॥১॥৩০৬॥
অসংযত পাপকর্ম্মা নর দুরাচার
পরিলে কাষায় বস্ত্র না পায় নিস্তার;
পাপকর্ম্ম তরে হায়! নিশ্চয় সেজন
করিবে সময়ে শেষে নরকে গমন ॥২॥

---

* মূলে "বনান্তে" কথা আছে; সেস্থলে বন বলিতে ইন্দ্রিয় লালসাই বুঝা যায়। ২০শ সর্গের ১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অধার্ম্মিক অসংযত হয় যেইজন
ভিক্ষালব্ধ ভোজ্য গ্রাস করয়ে ভক্ষণ,
তদপেক্ষা তার পক্ষে খাদ্য শ্রেয়স্কর
অগ্নিশিখা সময় লৌহ গোলক-নিকর * ॥৩॥

পরদারে অনুরক্ত প্রমত্ত যে হয়
অপুণ্য, অনিদ্রা তার অদৃষ্টে নিশ্চয়—
নিন্দাভোগ, অবশেষে নরকে গমন,—
এই চতুর্ব্বিধ গতি পায় সেইজন ॥৪॥

অপুণ্যে আশ্রয় করে যেই দুরাচার
তাহার অদৃষ্টে হয় হীন গতি সার ;
সর্ব্বদা শঙ্কিত গুপ্ত প্রণয়ী যুগল,
রতিভোগ তাহাদের ক্ষণিক কেবল ;
রাজদণ্ড পায় তা'রা শেষে গুরুতর
পরদারে রতি তাই করিও না নর ! ॥৫॥৩১০॥

---

* ৭ম ও ৮ম শ্লোক বিনয়পিটক হইতে গৃহীত।

অসতর্ক ভাবে কুশ করিলে ধারণ
যেমন তাহাতে হস্ত করয়ে কর্ত্তন,
তেমতি শ্রামণ্য ধর্ম্ম অপবিত্র ভাবে
পালন করিলে শেষে নরকে যাইবে ॥৬॥

যে কর্ম্ম শিথিলভাবে কর সংসাধন
যে কর্ম্ম করিতে তব অপ্রসন্ন মন,
কঠোর যে ব্রহ্মচর্য্য হয় অতিশয়,
মহাফলপ্রদ কভু এই তিন নয় ॥৭॥

দৃঢ় পরাক্রমে কর কর্ত্তব্য সাধন,
শিথিল ভাবেতে কভু ক'রো না গমন ;
আলস্যে যে পর্য্যটক করয়ে ভ্রমণ
সে করে আপন গাত্রে ধূলি বরিষণ ॥৮॥

দুষ্কর্ম্ম না করা ভাল জানিও নিশ্চয়
দুষ্কর্ম্ম করিলে ফল অনুতাপ হয় ;
সুকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় শ্রেয়স্কর
যেহেতু সন্তাপ নহে শেষ ফল তা'র ॥৯॥

সীমান্তের সুরক্ষিত নগরের মত
সযতনে আত্মরক্ষা করিবে সতত ;
ক্ষণমাত্র বৃথা কাল ক'রোনা হরণ,—
যেহেতু তাহাতে ফল—নরকে গমন ॥১০॥
অলজ্জার কার্য্যে হয় লজ্জার উদয়,
লজ্জার কার্য্যেতে কভু লজ্জা নাহি হয়,
হেন মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত কার্য্যাবলী যার—
উন্মুক্ত তাঁহার তরে নরকের দ্বার ॥ ১১॥
অভয় ধর্ম্মের কার্য্যে যা'র মনে ভয়,
ভয়ঙ্কর পাপকার্য্যে যেজন নির্ভয়,—
হেন মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত কার্য্যাবলী যা'র,
উন্মুক্ত তাঁহার তরে নরকের দ্বার ॥১২॥
অত্যজ্য কার্য্যকে যেই করয়ে বর্জ্জন,
বর্জ্জনীয় কার্য্যে লিপ্ত সতত যেজন
হেন মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত কার্য্যাবলী যার
উন্মুক্ত তাহার তরে নরকের দ্বার ॥১৩॥

কোন্ কার্য্য বর্জ্জনীয় কোন কার্য্য নয়,—
সংসারে সম্যক্ যিনি জানেন উভয়
এ হেন সুদৃষ্টি যুক্ত যেইজন হয়
সৌভাগ্যে সদ্গতি তার জানিবে নিশ্চয় ॥১৪॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ—নাগবর্গ।

যুদ্ধক্ষেত্রে ধীরভাবে যথা করিবর
সতত সহিষ্ণুভাবে সহে শত্রু-শর,
সেইরূপ দুর্জ্জনের পরুষ বচন
সহিব সহিষ্ণুভাবে আমি অনুক্ষণ;
এ জগতে অধিকাংশ নর দুরাচার;
সহিষ্ণুতা তাই মাত্র হইবেক সার ॥১॥৩২০॥
উৎসবে বা যুদ্ধে লোকে হস্তী সুপালিত
জনতার মধ্য দিয়া করয়ে চালিত;
শিক্ষিত করীর পৃষ্ঠে করি আরোহণ
সানন্দে নৃপতি শ্রেষ্ঠ করেন ভ্রমণ;

সেইরূপ দুর্জ্জনের পরুষ বচন
সতত সহিষ্ণুভাবে সহেন যেজন
নরকুলে সেইজন শ্রেষ্ঠ অতিশয়
আত্মসংযমীর পদ সর্ব্বোচ্চ নিশ্চয় ॥২॥
সুশিক্ষিত অশ্বতর, অশ্ব মনোহর,
সৈন্ধব ঘোটক কিম্বা প্রকাণ্ড কুঞ্জর,—
সুদান্ত শিক্ষিত হ'লে শ্রেষ্ঠ বলি জানি
আত্মসংযমীকে কিন্তু আরো শ্রেষ্ঠ মানি ॥৩॥
অগম্য নির্ব্বাণ-পুরে ঘোটকাদি যান
পারে না কোনও ক্রমে করিতে প্রয়াণ ;
শান্ত দান্ত ব্যক্তি, যা'র সংযম সহায়,
অক্লেশে স্বচ্ছন্দে শেষে সেই দেশে যায় ॥৪॥
মদমত্ত দুর্নিবার কুঞ্জর প্রধান
বদ্ধ হ'লে তৃণগ্রাস করে না গ্রহণ ;
সতত ব্যথিত চিত্তে করয়ে চিন্তন
কোথায় সাধের তার দিব্য হস্তিবন ॥৫॥

সতত আলস্যপর মানব যখন
অত্যন্ত ভোজনপটু হয় অনুক্ষণ,
গৃহপুষ্ট স্থূলকায় শূকরের প্রায়
নিদ্রালু হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়।
সেই মহামোহমুগ্ধ চিন্তাহীন নর
নানা কষ্টে পুনঃ পুনঃ লভে জন্মান্তর ॥৬॥
যথেচ্ছগমনশীল ছিল যেই মন
আনিব স্ববশে তা'কে করিয়া দমন,—
প্রচণ্ড অঙ্কুশাঘাতে মাহুত যেমন
মদমত্ত করিবরে করয়ে দমন ॥৭॥
সতত করহ চেষ্টা অপ্রমত্ত হ'তে,
স্বীয় চিত্তে কর রক্ষা কুকার্য্য হইতে।
পঙ্কলগ্ন হস্তী যথা নিজের উদ্ধারে
করে যত্ন, কর ত্রাণ দুস্থ আপনারে ॥৮॥
বুদ্ধিমান ধীর সাধু সহায় সুজন
যদি তুমি লাভ কর সংসারে কখন,

রাগদ্বেষ আদি যত বিঘ্নে করি জয়
স্বচ্ছন্দে গৌরবে তুমি যাপিবে সময় ॥৯॥
রাজ্য ত্যজি যথা কোন বিজিত নৃপতি
প্রব্রজ্যা লইয়া করে অরণ্যে বসতি,
কিম্বা যথা মহাহস্তী যূথ ত্যাগ করি
একাকী অরণ্যপথে বেড়ায় বিহরি,
মানব একাকী বাস তেমতি করিবে,—
সাধু, ধীর, প্রাজ্ঞ বন্ধু না পাইলে ভবে ॥১০॥
মূর্খের সহিত বল বন্ধুত্ব কোথায় ?
সতত একাকী বাস শ্রেয়স্কর তা'য়।
মহাহস্তী করে যথা একাকী ভ্রমণ
একাকী অল্পেচ্ছু হ'য়ে থাকিবে তেমন ॥১১।৩৩০॥
ঘটনা বিশেষে বন্ধু বটে হিতকর
অল্প বা বিপুল দ্রব্যে তুষ্টি সুখকর।
জীবনান্ত হ'লে পুণ্য কল্যাণের সার,
সুখকর অসাধু চিন্তার পরিহার ॥১২॥

এ সংসারে মাতৃসেবা পিতৃসেবা আর
মানবের পক্ষে হয় সদা শুভকর।
কর শিষ্ট ব্যবহার শ্রমণ ব্রাহ্মণে
সুখী হ'বে তাহাদের ধরম গ্রহণে ॥১৩॥
সুখকর আজীবন চরিত্র বিমল,
এ জগতে সুখকর বিশ্বাস অটল ;
শুভকর প্রজ্ঞালাভ পারিলে করিতে,
শুভকর পাপ-পথ পারিলে ত্যজিতে।'১৪॥

চতুর্ব্বিংশতিতম সর্গ—তৃষ্ণাবর্গ।

তত্ত্বজ্ঞান-বিরহিত যে মানব হয়,
লতার সমান তা'র তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ;
ফললোভী কপি যথা বনের ভিতর
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে ভ্রমে নিরন্তর,
কর্ম্মফল ভুঞ্জিবারে তেমতি সেজন
বারংবার জন্মান্তর করয়ে গ্রহণ ॥১॥

বিষময়ী বৃদ্ধিশীলা তৃষ্ণা একবার
অভিভূত করে ভবে মানস যাহার,
দুঃখ তা'র ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,
মেঘের বর্ষণে যথা তৃণের উদয় ॥২॥
দুর্দ্ধর্ষা বর্দ্ধনশীলা তৃষ্ণাকে যেজন
অভিভূত করিবারে পারেন কখন,
পদ্ম-পত্র হ'তে ভ্রষ্ট বারি বিন্দুপ্রায়
তাহার সকল দুঃখ দূরেতে পলায় ॥৩॥
তাই বলি সমাগত-মানব-সকল
তোমাদের সকলের হউক মঙ্গল
উষীরার্থ তৃণমূল খনহ যেমন
সমূলে নির্ম্মূল কর তৃষ্ণায় তেমন ; *

---

* উষীর = বীরণ বা বেণার মূল। তোমরা উষীরার্থী হইলে যেরূপ বেণার মূল উৎপাটিত করিয়া থাক, সেইরূপ যদি দুঃখ দূর করিতে চাও, তাহা হইলে তৃষ্ণার মূল উৎপাটিত কর।

খরস্রোতা তরঙ্গিনী প্রবাহের ভরে
তীরজাত নলে যথা বক্রীভূত করে,
সেইরূপ তোমাদের পাপ প্রলোভন,
পুনঃ পুনঃ যেন নাহি করে আক্রমণ ॥৪॥
বৃক্ষমূল থাকে যদি দৃঢ় অখণ্ডিত,
সে যেমন তাহাতেও হয় অঙ্কুরিত, *
সেইরূপ তৃষ্ণাধার উচ্ছিন্ন না হ'লে
পুনঃ পুনঃ পড়ে লোক দুঃখের কবলে ॥৫॥

---

* মূলে "দলহ" শব্দ আছে, উহার অর্থ দৃঢ়। চারুবাবুর পুস্তকের প্রথম সংস্করণে দলহ শব্দে "বৃক্ষের দল" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। বৃক্ষের মূল যদি দৃঢ় ও অখণ্ডিত থাকে, তাহা হইলে তাহার শাখা প্রশাখা ছিন্ন করিলেও যেমন বৃক্ষ মরে না, পরন্তু পুনঃ পুনঃ অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ কতকগুলি তৃষ্ণাকে বিনাশ করিলে তৃষ্ণার হস্তে নিস্তার পাওয়া যায় না, পরন্তু যাহা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি সেই মূল বিনাশ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। এস্থলে ইহাই বিশদার্থ

যাহার ছত্রিশ স্রোত সুখের লাগিয়া *
অবিরাম সুখ পথে যাইছে বহিয়া
তৃষ্ণোদ্ভব অভিলাষ-তরঙ্গ তেমন,
দৃষ্টিহীন ভ্রান্তে করে বিপথে চালন ॥৬॥
তৃষ্ণাস্রোত সর্ব্বদিকে প্রবাহিত রয়,
তৃষ্ণালতা সর্ব্বক্ষণ অঙ্কুরিত হয়,
লতা যবে অঙ্কুরিত হইতে দেখিবে
প্রজ্ঞা দ্বারা মূল তা'র বিচ্ছিন্ন করিবে ॥৭॥৩৪০॥
দেহীর নিকট সুখ প্রিয় অতিশয়
সর্ব্বত্র সে ভ্রমে তাই সুখের আশায়
তৃষ্ণাস্রোতে ভাসমান সুখান্বেষী নর
ধরাতলে জন্মজরা ভুঞ্জে বারংবার ॥৮॥

---

* ছত্রিশটি দ্বারের মধ্যে ১৮টি বাহ্যদ্বার ও ১৮টি আন্তরদ্বার। পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন,] তদ্বিষয়ক ছয়টি বিজ্ঞান এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও ধর্ম্ম—এই অষ্টাদশটি দ্বার। অন্তর্বাহ্যভেদে, ইহাই ছত্রিশটি হয়।

তৃষ্ণাক্লিষ্ট মানবেরা ঘূর্ণমান হয়
জালবদ্ধ ব্যতিব্যস্ত শশকের প্রায় ;
বিষয়-পঙ্কক ঘোর, পঞ্চেন্দ্রিয় আর,—
দশবিধ শৃঙ্খলেতে বদ্ধ নিরন্তর—
মানবেরা নানা দুঃখ ভুঞ্জে অনিবার
তৃষ্ণার নিঃশেষ বিনা নাহিক নিস্তার ॥৯॥
তৃষ্ণামুগ্ধ মানবেরা ঘূর্ণমান হয়
জালবদ্ধ ব্যতিব্যস্ত শশকের প্রায় ;
অতএব করিবারে তৃষ্ণা নিবারণ
হইবে বৈরাগ্যকামী যত ভিক্ষুগণ ॥১০॥
বন হ'তে বহুযত্নে আসিয়া বাহিরে
পুনঃ সে প্রবেশ করে বনের ভিতরে,
ভাগ্যক্রমে মুক্তি পেয়ে সে মানব হায়
বন্ধনের পানে পুনঃ ভ্রমক্রমে ধায়।
সেইরূপ তৃষ্ণা হ'তে পাইয়া নিস্তার
তৃষ্ণায় যে অভিভূত হয় পুনর্ব্বার

সেজন প্রকৃত পক্ষে মুক্ত হয় নাই,
তাহাকে মোহেতে বদ্ধ দেখিবারে পাই ॥১১॥
লোহ কাষ্ঠ কিম্বা তৃণ নির্ম্মিত বন্ধন
দৃঢ় বলি বিজ্ঞজনে না ধরে কথন,
মণিরত্ন পুত্রদারে আসক্তি যে হয়
সুদৃঢ় বন্ধন তা'য় বিজ্ঞজনে কয়।
ইতস্ততঃ আকর্ষণ করে যে বন্ধনে
শিথিল বলিয়া যাহা বোধ হয় মনে
যা'হতে সহজে কিন্তু না হয় মোচন
সে বন্ধন দৃঢ় বলি জানে বিজ্ঞজন।
সে বন্ধন ছিন্ন করি বিরাগী যেজন
কাম সুথ ত্যজি করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ॥১২-১৩॥
ঊর্ণনাভ নিজকৃত আনায় মাঝারে
বদ্ধ হ'য়ে অবিরত বিচরণ করে ;
সেইরূপে সংসারেতে সমাসক্ত জন,
আত্মকৃত মোহজালে বদ্ধ অনুক্ষণ ;

পণ্ডিতেরা এই জাল করিয়া ছেদন
করেন ত্যজিয়া দুঃখ, বৈরাগ্য গ্রহণ ॥১৪॥
সম্মুখে পশ্চাতে কিম্বা মধ্যভাগে আর
ত্যাগ কর যাহা কিছু আছয়ে তোমার ;
যা' কিছু আসক্তি আছে করিয়া বর্জ্জন,
সংসারের পরপারে করহ গমন ;
সর্ব্বভাবে মুক্তচিত্ত হইলে এ ভবে
জন্ম জরা আর তব লভিতে না হবে ॥১৫॥
সন্দেহ দোলায় যা'র আন্দোলিত মন,
তীব্র অনুরাগে সদা আক্রান্ত যেজন
সুখের সন্ধানে চিত্ত ব্যস্ত যা'র রয়,
তৃষ্ণা তা'র অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ;
সুদৃঢ় করয়ে সেই নিজের বন্ধন
সাধ্য নাই সে বন্ধন করিবে খণ্ডন ॥১৬॥
সন্দেহের নিবারণে নিরত যেজন
সর্ব্বদা আসক্তি সব করি বিসর্জ্জন—

দেহাদির মলিনতা যে করে চিন্তন,
সেজন ছেদন করে মোহের বন্ধন ॥১৭॥৩৫০॥
তৃষ্ণা ভয় পাপশূন্য নিষ্ঠাবান নর
ত্যজিতে সংসার শল্য সতত তৎপর,
এইবার শেষ দেহ নিশ্চয় তাহার
শরীর ধরিতে তার হইবে না আর ॥১৮॥
তৃষ্ণা আর মায়া যিনি করেন বর্জ্জন,
শব্দ কিম্বা অর্থ মর্ম্ম বুঝেন যেজন,
অক্ষরের সন্নিবেশ, পূর্ব্বাপর জ্ঞান
সম্যক্ যাহার আছে, সেজন প্রধান ;
এইবার শেষ দেহ নিশ্চয় তাহার,
শরীর ধরিতে তা'র হইবে না আর।
মহাপ্রাজ্ঞ, নরশ্রেষ্ঠ লোকে তা'কে বলে—
এ হেন মানব ধন্য এই ধরাতলে ॥১৯॥
সকল রিপুকে আমি করিয়াছি জয়,
অবগত আছি আমি সকল বিষয়,

সংসারে নির্লিপ্ত আমি সর্ব্বত্যাগী আর,
তৃষ্ণাক্ষয়ে মুক্তি লাভ হ'য়েছে আমার,
এ সকল বিষয় জানিয়া বিশেষ
বল দেখি কা'রে আমি করিব উদ্দেশ ? * (২০)
ধর্ম্মদান সর্ব্বদানে পরাভূত করে †
ধর্ম্মরস সর্ব্বরস শ্রেষ্ঠ বলি ধরে ;
ধর্ম্মজাত আনন্দের নাহিক তুলনা,
তৃষ্ণাক্ষয়ে নষ্ট হয় যতেক যাতনা ॥২১॥
ভবপারে যেতে যা'র নাহিক মনন,
ভোগসুখে নষ্ট হয় দুর্ব্বুদ্ধি সেজন,
ভোগতৃষ্ণা সমাসক্ত হ'য়ে সে ধরায়
আপনাকে নাশ করে নির্ব্বোধের প্রায় ॥২২॥

---

* অর্থাৎ কাহাকেও উদ্দেশ বা সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর অন্য গুরুর আবশ্যকতা নাই।

† ধর্ম্মদান is the techincal term for instruction in the Buddhist religion. See Buddhaghosa's Parables.

তৃণদোষে ক্ষেত্র হয় যেমন নিষ্ফল, *
অনুরাগে নষ্ট হয় মানব সকল ;
অনাসক্ত জনে তাই কর যদি দান
সে দানেতে মহাফল করিবে প্রদান ॥২৩॥
তৃণের বাহুল্যে ক্ষেত্র যেমন নিস্ফল,
বিদ্বেষের ফলে নষ্ট মানব সকল ;
বিদ্বেষ বিহীনে তাই কর যদি দান,
সে দানে নিশ্চয় করে সুফল প্রদান ॥২৪॥
তৃণদোষে ক্ষেত্র হয় যেমন নিষ্ফল,
মোহবশে নষ্ট হয় মানব সকল,
মোহহীন নরে তাই কর যদি দান,
সে দানেতে মহাফল করিবে প্রদান ॥২৫॥
তৃণের বাহুল্যে ক্ষেত্র যেমন নিষ্ফল
আসক্তিতে নষ্ট হয় মানব সকল। †

---

* তৃণদোষে = তৃণ-বাহুল্যে।

† মূলে "ইচ্ছা দোষে" কথা আছে ; সে স্থলে ইচ্ছা শব্দের

আসক্তি-বিহীন নরে কর যদি দান,
সে দানে নিশ্চয় করে সুফল প্রদান ॥২৬॥৩৫৯॥

পঞ্চবিংশ সর্গ—ভিক্ষুবর্গ।

নয়ন সংযত করা অতি শুভকর,
কর্ণের সংযম হয় মঙ্গল আকর ;
হিতকর ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযম সাধন
হিতকর রসনার হয় নিয়ন্ত্রণ ॥১॥৩৬০॥
কায়ঃ, মনঃ, বাক্য—এই তিনের সংযম
মানবের পক্ষে হয় শুভদ পরম ;
নয়নাদি অষ্টদ্বারে * যে ভিক্ষু সংযত,
সর্ব্ববিধ দুঃখ তা'র হয় তিরোহিত ॥২॥

অর্থ—"আসক্তি" বা "লোভ" বলিতে হইবে। "Mankind is damaged by lust"—Max Müller.

* মূলগ্রন্থে "সর্ব্বত্র" বা সর্ব্বদ্বারে কথা আছে। বুদ্ধঘোষ উহার অর্থ অষ্টদ্বার ধরিয়াছেন। পঞ্চেন্দ্রিয়, অশ্রদ্ধা, আলস্য ও অজ্ঞান—এই অষ্টদ্বার।

হস্ত, পদ, বাক্য যা'র হয় সুসংযত,
সংযমীর শ্রেষ্ঠ বলি সে জন বিদিত ;
আধ্যাত্মিক ভাবে রত হ'য়ে অনুক্ষণ,
সমাধি-সম্পন্ন যদি হ'ন সেই জন,
সঙ্গশূন্য হৃষ্টচিত্ত সেই নরবর
ভিক্ষু নামে সুবিদিত হন ধরা'পর ॥৩॥
যে ভিক্ষুর হইয়াছে মুখ সুসংযত
প্রজ্ঞাযুক্ত কথা যিনি বলেন সতত,
ঔদ্ধত্য নাহিক যা'র, সমর্থ যেজন—
অর্থ ও ধর্ম্মের তত্ত্ব করিতে বর্ণন,
মধুর তাহার বাক্য জানিবে নিশ্চিত
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ বলি তিনি হন অভিহিত ॥৪॥
যিনি ধর্ম্মরত, যা'র ধর্ম্মে অবস্থান
ধর্ম্মই যাহার চিন্তা, ধর্ম্ম যা'র ধ্যান,
সদ্ধর্ম্ম হইতে সেই ভিক্ষু সুপণ্ডিত
বিন্দুমাত্র নাহি হন কভু বিচলিত ॥৫॥

অবজ্ঞা স্বকীয় দ্রব্যে অতীব অন্যায়,
পরলব্ধ দ্রব্যে যেন স্পৃহা নাহি হয়;
পরলব্ধ দ্রব্যে হয় লালসা যাহার
চরমে সমাধি লাভ অসম্ভব তা'র ॥৬॥
অবজ্ঞা নাহিক যা'র অল্প মাত্র লাভে,
কাল গত হয় যা'র অতি শুদ্ধ ভাবে,
ধন্য সেই নিরালস্য ভিক্ষুর জীবন,
প্রশংসা করেন তা'য় সদা দেবগণ ॥৭॥
বাহ্য কিম্বা আন্তরিক কোনও বিষয়ে
আসক্তি নাহিক যা'র কোনও সময়ে,
বিষয়ের ক্ষয়ে যা'র শোক নাহি হয়
তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু জানিবে নিশ্চয় ॥৮॥
মৈত্রীবশে সর্ব্বকার্য্য করেন সাধন,
আনন্দে পালেন যিনি বুদ্ধের শাসন,
সংসার-সংস্কার হয় যে ভিক্ষুর নাশ,
চরমে শাশ্বত স্থানে তাহার নিবাস ॥৯॥

হে ভিক্ষু! এ দেহতরী করহ সেচন,—
পাপ-বারি-ভারাক্রান্ত যাহা অনুক্ষণ,
সেচন করিলে সেই সলিলের রাশি
লঘু হ'য়ে দেহ-তরী উঠিবেক ভাসি;
রাগ-দ্বেষাদির শেষে করিয়া ছেদন
চরমে লভিবে তুমি নির্ব্বাণ পরম ॥১০॥
নির্ম্মূল করহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বাসনা;
ইন্দ্রিয়ের বিষয়েতে আসক্ত হ'য়োনা;
যোগবলে সমাধিতে হ'য়ে নিয়োজিত
বাহ্য দর্শনাদি ক্রিয়া করহ রহিত;
ইন্দ্রিয়গণের হয় যাহা অগোচর
ভাবনা করহ সেই নির্ব্বাণ সত্বর;
যেই ভিক্ষু পঞ্চেন্দ্রিয় পার হ'য়ে যায়,
ওঘোত্তীর্ণ * বলি তাকে সর্ব্বলোকে কয় ॥১১॥৩৭০॥

---

* ওঘোত্তীর্ণ = রাগদ্বেষমোহমানাদি শূন্য।

হে ভিক্ষু! করহ ধ্যান, হ'য়োনা প্রমত্ত,
ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেন নাহি যায় চিত্ত,
প্রমত্ত হইলে শেষে লভিয়া নরক
গিলিতে না হয় যেন লৌহের গোলক,
ভীষণ অনলে তথা হয়ে দহ্যমান
না হয় করিতে যেন কাতর ক্রন্দন ॥১২॥
প্রজ্ঞাহীন মানবের ধ্যান নাহি হয়,
ধ্যান ভিন্ন নাহি হয় প্রজ্ঞার উদয়,
প্রজ্ঞা ধ্যান দুই যা'র আছয়ে সম্বল,
তিনিই নির্ব্বাণ লাভে সক্ষম কেবল ॥১৩॥
যা'র দেহে রাগ দ্বেষ লেশ মাত্র নাই,
যা'র চিত্ত শান্তি পূর্ণ রয়েছে সদাই
ধর্ম্মের সম্যক্ তত্ত্ব সুবিদিত যার
সে ভিক্ষুর অলৌকিক আনন্দ অপার ॥১৪॥
রূপ বেদনাদি পঞ্চ স্কন্ধের * যখন

---

* ১৫শ সর্গের ষষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাহ্য ও আভ্যন্তর

উৎপত্তি লয়ের চিন্তা করেন সেজন
তখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত মানবের মত
প্রীতি ও প্রমোদে তিনি হন বিমোহিত ॥১৫॥
সংযত রাখিবে সদা ইন্দ্রিয় আপন,
চিত্তের সন্তুষ্টি যেন না যায় কখন,
পালন করিবে যত ধর্ম্মের শাসন,—
আদিম কর্ত্তব্য এই ওহে ভিক্ষুগণ!
বিশুদ্ধ ভাবেতে যায় জীবন যাহার
কুশল বর্দ্ধক যিনি অনলস আর,—

জগতের যাবতীয় জ্ঞান যে পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহারই নাম পঞ্চস্কন্ধ। উহাদের নামঃ—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। প্রত্যেক সজ্ঞান জীবের যাবতীয় গুণ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্ভূ্ত। যখন কেহ দেহত্যাগ করে তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চস্কন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুনরায় কর্ম্মবলে একদল নবস্কন্ধ সঞ্জাত হয় এবং এক নূতন জীবের আবির্ভাব হয়। পঞ্চভূত ও পঞ্চস্কন্ধ প্রায় একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। স্কন্ধ শব্দ বৌদ্ধদর্শনের একটি বিশেষ কথা। See Childers' Dictionary.

এ হেন মিত্রের * সেবা কর নিরন্তর,
পবিত্র পুণ্যের পথে হও অগ্রসর ॥১৬॥
বুদ্ধি বৃত্তি সমূহের করিয়া সংস্কার
অনুষ্ঠান করি সদা শীলাদি আচার,
তজ্জনিত দিব্য সুখ করি অনুভব,
দুঃখ ধ্বংস করা তব হইবে সম্ভব ॥১৭॥
পুষ্পবৃক্ষ ম্লান পুষ্প করয়ে বর্জ্জন—
ভিক্ষু তথা রাগ দ্বেষ দিবে বিসর্জ্জন ॥১৮॥
কায়মনোবাক্য যা'র শান্ত সুসংযত,
সমাধিসম্পন্ন হন যে ভিক্ষু সুব্রত,
সংসার বাসনা সব করি উদ্গীরণ
তিনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত উপশান্ত জন ॥১৯॥
স্ববলে আত্মাকে সদা চালনা করিবে,
আত্মাকে স্ববশে আনি আত্মারাম হ'বে;

+ মূলে "কল্যাণ মিত্র" শব্দ আছে। কল্যাণ মিত্র শব্দের অর্থ—সদুপদেশ প্রদাতা গুরু। Religious precepter.

হে ভিক্ষু সাত্বিক শ্রেষ্ঠ, যদি এই মতে
আত্মাকে সতত রক্ষা পারহ করিতে,
তা' হলে আনন্দে তুমি করিবে বিহার,
সে আনন্দ মহীতলে অতুল অপার ॥২০॥
আত্মাই আত্মার প্রভু জানিবে নিশ্চয়,
আপনি আত্মাই হয় আত্মার আশ্রয়,
আত্মাকে সতত তুমি করিবে সংযত,
সুজাত অশ্বকে করে বণিক্ যেমত ॥২১॥৩৮০॥
সংযম সাধনে ভিক্ষু সদানন্দময়
বুদ্ধনীতি পালি' মতি হৃষ্ট অতিশয়,—
বাসনার ক্ষয়কারী, অতি সুখকর
চরমে পরম পদ লভেন সত্বর ॥ ২২ ॥
যতই হউক ক্ষুদ্র ভিক্ষুর জীবন
করেন সতত যদি বুদ্ধাজ্ঞা পালন,
মেঘমুক্ত শশী সম তিনি এ ভুবন
জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন কেমন ॥ ২৩ ॥

ষড়্‌বিংশতিতম সর্গ—ব্রাহ্মণ বর্গ। *

ব্রাহ্মণ ! কামনারাশি কর পরিহার,
বীর্য্যবলে রুদ্ধ কর প্রবাহ তৃষ্ণার ;
বাসনার সর্ব্বনাশ করি সংসাধিত
নির্ব্বাণ বিষয়ে জ্ঞান লভহ ত্বরিত ॥১॥৩৮৩॥
ইন্দ্রিয় সংযম আর চরম চিন্তন
পারগ এই দুই ধর্ম্মে যেই সুব্রাহ্মণ,
সংসারে তাহার আছে যা' কিছু বন্ধন
সে সকল একেবারে হইবে খণ্ডন ॥২॥
পার বা অপার যা'র নাহিক কখন, *
পারাপার-পরপারে উত্তীর্ণ যে জন,

---

* এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দ জাতিবাচক নহে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মচারী ভক্তকে বুঝাইতেছে। বীল সাহেব এই সর্গের "ব্রহ্মচারী" বলিয়াই আখ্যা দিয়াছেন।

* অপার = বাহ্য ষড়ায়তন অর্থাৎ বাহ্যজগতের প্রতি আসক্তি।

নির্লিপ্ত বিগতস্পৃহ সেই নরবরে
ব্রাহ্মণ বলিয়া জানি সংসার ভিতরে ॥৩॥
ধ্যানশীল পাপমুক্ত আসক্তিবর্জ্জিত
পাপাসক্তি বিরহিত একাকী সংস্থিত,
সমস্ত কর্ত্তব্য যা'র হয়েছে সাধন,
অর্হতের পদপ্রাপ্ত সেজন ব্রাহ্মণ ॥৪॥
দীপ্তিমান দিবাকর দিবসে উল্লাসে,
দীপ্তি ফুটে চন্দ্রমার নিশা যবে আসে,
দীপ্তিমান ক্ষুদ্র নৃপ চতুরঙ্গ বলে,
দীপ্তিমান সুব্রাহ্মণ ধ্যানশীল হ'লে ;
দিবানিশি সমভাবে সকল সময়
সতেজ বুদ্ধের প্রভা প্রকাশিত হয় ॥৫॥

পার—আধ্যাত্মিক ষড়ায়তন অর্থাৎ অন্তর্জগতের প্রতি যে আসক্তি।

পাপমুক্ত নরবরে ব্রাহ্মণ বলিবে
আচার সম্পন্ন জনে শ্রমণ জানিবে ;
আত্মপাপ দূর করি ভ্রমণেতে রত
প্রব্রজিত ভিক্ষু বলি সেজন বিদিত ॥৬॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে কভু না করে প্রহার
প্রহৃত হইলে কোপ না করে প্রচার ;
প্রহারকারীকে ধিক্ ! শত ধিক্ আর
প্রহারে মনের মধ্যে কোপ হয় যা'র ॥৭॥
প্রিয় বস্তু হ'তে চিত্ত নিবৃত্ত যে করে
অল্পলাভ নহে তাহা ব্রাহ্মণের তরে ;
যে বস্তু হইতে চিত্ত বিনিবৃত্ত হয় *
তাহা হ'তে দুঃখ আয় হয় না উদয় ॥৮॥৩৯০॥

---

* "It advantages a Brahman not a little if he holds his mind back from the pleasures of life, when all wish to injure has vanished, pain will cease." Max Müller.

কায়মনোবাক্যে পাপ নাহিক যাহার
ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত সংযত সে নর ॥৯॥
অগ্নিহোত্র সাধুজনে ব্রাহ্মণ যেমতি
নিয়মিত ভক্তিভরে করয়ে প্রণতি,
বুদ্ধ উপদেশ তথা যা'র কাছে পাবে
প্রণাম করিও তা'কে অতি ভক্তিভাবে ॥১০॥
জটাজুট কিম্বা গোত্র জাতির কারণ
কাহারো "ব্রাহ্মণ"-আখ্যা না হয় কখন,
সত্য আছে—ধর্ম্ম আছে—যাহার ভিতর,
শুচিশুদ্ধ সুব্রাহ্মণ সেই নরবর ॥১১॥
তাই বলি হে নির্ব্বোধ! এই কথা সার—
জটাজুট মৃগচর্ম্মে কি ফল তোমার?
অন্তর তোমার পূর্ণ পাপ-মলীমসে
বাহ্য দেহ মার্জ্জনায় কি হইবে শেষে? ॥১২॥
ধূলিমাখা জীর্ণবস্ত্র অঙ্গে আবরণ
কৃশাঙ্গে ধমনী রাশি ভাসে অগণন,

একাকী অরণ্যে যিনি যোগ ধ্যানে রত
আমি বলি সেইজন ব্রাহ্মণ প্রকৃত ॥১৩॥
ব্রাহ্মণী-জঠরে কিম্বা ব্রাহ্মণের কুলে
জন্মিলেই নাহি ধরি সুব্রাহ্মণ ব'লে,
পাপে কলুষিত যদি হয় সেইজন
সে সদা ডাকিয়া বলে "আমিই ব্রাহ্মণ",
কিন্তু যে নিষ্পাপী আর আসক্তি রহিত
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি জানিব নিশ্চিত ॥১৪॥
সর্ব্ববিধ সংযোজন * করিয়া ছেদন,
ত্রাসশূন্য হ'য়ে যেই করে বিচরণ,
আসক্তি রহিত সেই মুক্ত নরবরে
ব্রাহ্মণ বলিয়া জানি সংসার ভিতরে ॥১৫॥
ক্রোধ তৃষ্ণা আদি যত কুদৃষ্টি সকলে
যেজন ছেদন করে আপনার বলে,

---

* আসক্তি । Fetters.

সেইত অবিদ্যারাশি অতিক্রম ক'রে
ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত বিশ্বের ভিতরে ॥১৬॥
বধ বন্ধনের প্রতি দ্বেষ নাহি ক'রে
যেজন করয়ে সহ্য বিশুদ্ধ অন্তরে,
দশবল * সমন্বিত ক্ষমা পরায়ণ
সেই জ্ঞানিজনে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥১৭॥
ক্রোধশূন্য, ব্রতশীল, সদাচারে রত,
শাস্ত্রজ্ঞান পারদর্শী যেই সুসংযত
অন্তিম শরীরধারী † যেজন এবার
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি' করিব প্রচার ॥১৮॥৪০০॥
নির্লিপ্ত পঙ্কজপত্রে সলিলের প্রায়
অথবা সূচ্যগ্রস্থিত সর্ষপের ন্যায়,

---

* দশবল যথা :—অধিমুক্তি বল, প্রতিসংখ্যান বল, ভাব বল, ক্ষান্তি বল, জ্ঞান বল, প্রহাণ বল, সমাধি বল, প্রতিভান বল, পুণ্য বল এবং প্রতিপত্তি বল।

† অর্থাৎ যাহার আর জন্ম হইবে না।

সংসারের কামভোগে যেই নহে রত
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি জানিব নিশ্চিত ॥১৯॥
সংসারে জানিয়া স্বীয় দুঃখের বিনাশ
পাপমুক্ত ভয়শূন্য যে করে নিবাস
মানব মণ্ডলী মধ্যে ধন্য যেই জন
সেই জ্ঞানী জনে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥২০॥
মেধাবী, গম্ভীর, প্রাজ্ঞ হয় যেই নর,
সত্যাসত্য পথ চিন্তা সর্ব্বদা যাহার
পরমপদের পথে সেই অগ্রসর
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি করি সমাদর ॥২১॥
গৃহী কিম্বা ভিক্ষু এই দু'য়ের সহিত
সর্ব্ববিধ ভাবে যিনি সম্বন্ধ রহিত,
সংসারেতে অনাসক্ত অল্পেচ্ছু যে জন
তাহাকে সাদরে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥২২॥
ব্যস্ত ত্রস্ত স্থিতিশীল, সবল দুর্ব্বল—
সর্ব্বভূতে সম প্রীতি যা'র অবিরল,

দণ্ড দিয়া না করে যে কা'রো বিনাশন
অথবা না হয় কা'রো বধের কারণ,
হেন শান্ত, ক্ষমাশীল, মানব প্রধান
ব্রাহ্মণ বলিয়া সদা লভয়ে সম্মান ॥২৩॥
শত্রু প্রতি মিত্রভাব যেজন দেখায়,
দণ্ড বিধাতার প্রতি সন্তুষ্ট যে হয়,
সংসার বন্ধনে নাই আসক্তি যাহার
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি করিব প্রচার ॥২৪॥
সূচ্যগ্রেতে অবস্থিত সর্ষপ সমান
কপটতা রাগদ্বেষ আর অভিমান
যাহার অন্তর মধ্যে নাহি পায় স্থান
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি করিব আহ্বান ॥২৫॥
বাক্য যা'র কা'রো পক্ষে বৃথা নাহি যায়,
যা'র বাক্যে সবাকার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়,
অকর্কশ সত্য কথা কহে যেই জন,
জগতে তাহাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥২৬॥

দীর্ঘহ্রস্ব, ক্ষুদ্রস্থূল, শুভাশুভ আর
অপ্রদত্ত আছে যাহা সংসার মাঝার, *
যেই জন সে সকল না করে গ্রহণ
তাহাকে নিশ্চিত আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥২৭॥
ইহলোকে পরলোকে কোনও প্রকার
বিদ্যমান নাহি কিছু আকাঙ্ক্ষা যাহার,
আশাশূন্য, পাপমুক্ত হয় যেই জন
সংসারে তাহাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ।
মনোমধ্যে তৃষ্ণা যা'র কিছুই না রয়
জ্ঞানবলে ছিন্ন যা'র হ'য়েছে সংশয়
পবিত্র পরমপদ করায়ত্ত যা'র
ব্রাহ্মণ বলিয়া করি তাহাকে প্রচার ॥২৯॥
ইহলোকে পাপপুণ্য সমান যাহার
উভয়ে আসক্তি যেই করে পরিহার

---

* বড় ছোট, দীর্ঘ হ্রস্ব যাহাই হউক, অদত্ত বস্তু [গ্রহণ করিবে না।

শোক দুঃখ বিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ যেই জন
সংসারে তাহাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥৩০॥
চরিত্র চন্দ্রমা সম নির্ম্মল যাহার,
পবিত্র কলুষশূন্য প্রসন্ন অন্তর,
সর্ব্বভাবে তৃষ্ণাশূন্য হয় যেইজন
সংসারে তাহাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥৩১॥
বিঘ্নময়, সুদুস্তর সংসার মাঝারে
মোহের তমসা পারে যাইতে যে পারে,
পারগত, ধ্যানরত, নিষ্কম্প যে জন
যতেক সংশয় রাশি করয়ে ছেদন,
চরমে পরমা প্রীতি লভয়ে যে নর
ব্রাহ্মণ বলিয়া তাকে করি সমাদর ॥৩২॥
সংসারে কামনারাশি দিয়া বিসর্জ্জন,
গৃহশূন্য ভিক্ষুবেশে ভ্রমে যেই জন,
কামসুখ পরিত্যাগী ধন্য সেই নর
ব্রাহ্মণ বলিয়া তায় করিব আদর ॥৩৩॥

সংসারের তৃষ্ণাজাল দিয়া বিবর্জ্জন
গৃহশূন্য ভিক্ষুবেশে ভ্রমে যেই জন,
তৃষ্ণাসুখ পরিত্যাগী ধন্য সেই নর
ব্রাহ্মণ বলিয়া তা'র করিব আদর ॥৩৪॥
জীবনের প্রতি নাই আসক্তি যাহার
পঞ্চকামগুণ যেই করে পরিহার
সকল বন্ধন মুক্ত হয় যেই জন
সংসারে তাহাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥৩৫॥
আসক্তি বা অনাসক্তি ত্যজিয়া উভয়,
অক্লেশে শান্তিতে যার দিন গত হয়,
সর্ব্বলোক জয়ী সেই নর পুণ্যবান
ব্রাহ্মণ বলিয়া তায় করিব আহ্বান ॥৩৬॥
জীবের জনম মৃত্যু উৎপত্তি বিলয়
বিশেষ প্রকারে যা'র সুবিদিত রয়,
অনাসক্ত, জ্ঞানবান, সুগত * যে জন
সাদরে তাহাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥৩৭॥

---

* সুখী, সদ্ভাবে যাহার জীবন গত হইয়াছে, রূপরসাদি পঞ্চ বিষয়ে যাহার আসক্তি নাই।

গতি যা'র দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—
কেহই জানে না কিছু সংসার ভিতর,
ক্ষীণতৃষ্ণ লোকপূজ্য যেই মহাজন
সাদরে তাহাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥৩৮॥৪২০॥
পূর্ব্ব বা পশ্চাতে মধ্যে কিছু নাই যা'র
কোনও পদার্থে আশা না হয় সঞ্চার,
অনাসক্ত, সাধুচিত্ত সেই নরবর ;
ব্রাহ্মণ বলিয়া তা'য় করিব আদর ॥৩৯॥
নির্ভীক বৃষভতুল্য, যেই মহাবীর;
প্রবল ইন্দ্রিয়-জয়ী যাহার শরীর
সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিতুল্য, নিষ্কম্প অন্তর
জ্ঞানবলে ধৌত যার মনের বিকার,
জ্ঞানবৃদ্ধ বুদ্ধ হেন যেই নরবর
ব্রাহ্মণ বলিয়া তা'য় করি সমাদর ॥৪০॥
পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি মনে যে মুনির রয়,
দিব্য চক্ষে হেরে যেই স্বর্গ বা নিরয়,

ধরায় হবে না যা'র জনম আবার ;
সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদিত হ'য়েছে যাহার,
অভিজ্ঞ, বিষয়-জ্ঞান-সম্পন্ন যেজন,
তাহাকে সাদরে আমি বলিব ব্রাহ্মণ ॥৪১॥৪২৩॥ *

সম্পূর্ণ।

---

* চীনদেশীয় ধম্মপদে ইহার পরে (১) নির্ব্বাণ, (২) জন্ম মৃত্যু (৩) ধর্ম্মের লাভ ও (৪) মহামঙ্গল নামক আরও চারিটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট আছে।